[২০১৯] ৬ এস.সি.আর.৫১৮

জগদীশ প্রসাদ প্যাটেল (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং আরেকজন

বনাম

শিবনাথ এবং অন্যান্যরা

(দেওয়ানি আপিল নং ২১৭৬, ২০০৭ সালের)

০৯ এপ্রিল, ২০১৯

[আর. বানুমথি এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতিদ্বয়]

মামলাঃ

শিরোনাম ও দখল সংক্রান্ত ঘোষণার মামলা – উত্তরদাতা-বাদীদের দ্বারা দায়েরকৃত – মামলাটি বিরোধিতা করা হয় এই মর্মে যে, বাদী-মামলাকারী জমিটি পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সেই কারণে প্রতিবাদী-আবেদনকারীদের পূর্বসূরির নামে লিজ ইস্যু করা হয়েছিল – বিচারিক আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয় এই মর্মে যে, মামলার জমির বিষয়ে ইলাকাদারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদীদের নামে পত্তা-লিজ (পি-ঘ-২০) ইস্যু করা হয়েছিল এবং সেই সময় থেকেই তারা উক্ত জমির দখলে রয়েছে এবং আরও বলে যে, বাদীরা পাটওয়ারির সঙ্গে যোগসাজশ করে রেকর্ডে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়েছে – প্রথম আপিল আদালত পি- ঘ-২০-এর যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে মামলার রায় বাদীদের পক্ষে দেয় – দ্বিতীয় আপিলে হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালতের পর্যবেক্ষণ সমর্থন করে – সর্বোচ্চ আদালতে আপিল – রায়: শিরোনাম ও দখলের মামলায়, বাদী শুধুমাত্র তার নিজস্ব শিরোনামের ভিত্তিতেই সফল হতে পারে, প্রতিপক্ষের মামলার দুর্বলতার ভিত্তিতে নয় – প্রমাণের দায় ছিল বাদী-উত্তরদাতাদের উপর, তাদের শিরোনাম প্রমাণের জন্য – তারা কোনো শিরোনাম দলিল বা অন্য কোনো প্রমাণ হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছে – মৌখিক ও নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রতিপক্ষের পূর্বসূরির নামে পত্তা-লিজ (পি- ঘ-২০) ইস্যু করা হয়েছিল এবং তারা ধারাবাহিকভাবে মামলার জমির দখলে ছিল – বিচারিক আদালত যথার্থভাবেই মামলাটি খারিজ করেছিল।

ভারতের সংবিধানঃ

প্রবন্ধ ১৩৬ – বিশেষ অনুমতি আবেদনের ব্যাপ্তি – প্রকৃত ঘটনার একযোগে সিদ্ধান্ত – তাতে হস্তক্ষেপ – রায়: প্রকৃত ঘটনার একযোগে সিদ্ধান্তে সাধারণত হস্তক্ষেপ করা যায় না, যদি না তা করার জন্য অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে – তবে নিম্ন আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত যদি অযৌক্তিক বা বিভ্রান্তিকর হয়, তাহলে প্রকৃত ঘটনার সেই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা যায়।

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২

ধারা ৫৮ বিধান-স্বীকারকৃত তথ্য-প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে কি না-ধার্যঃ ৫৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে স্বীকারকৃত বিষয়গুলি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই-তবে, ধারা ৫৮-এর বিধান আদালতকে স্বীকারকৃত তথ্যগুলি প্রমাণ করার জন্য সম্পূর্ণ বিচক্ষণতা দেয়।

ধারা ৯০-অনুমান-একটি নথির সত্যতা সম্পর্কে-অনুষ্ঠিতঃ আদালত 'অনুমান করতে পারে' যে নথিটি আসল-কেবল জালিয়াতির অভিযোগ এই ধরনের অনুমানকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট হবে না।

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮:

অথবা. XLI, বিধি ২৭ ~ অতিরিক্ত প্রমাণের উৎপাদন-যখন অনুমোদিত-আলোচনা করা হয়েছে।

দলিল ও দলিলঃ

রাজস্ব এন্ট্রি-গোপনীয় মূল্য-অনুষ্ঠিতঃ কয়েকটি খাতৌনির জন্য রাজস্ব এন্ট্রি শিরোনামের প্রমাণ নয়, বরং রাজস্বের উদ্দেশ্যে নিছক বিবৃতি।

আপিলের অনুমতি প্রদান করে আদালত

আদেশঃ ১. ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আপিলে, জোরালো কারণে ওয়ারেন্ট না করা পর্যন্ত সমবর্তী ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যখন প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্টের ফলাফল বিকৃত বলে প্রমাণিত হয়, তখন এই আদালত অবশ্যই হাইকোর্টের নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে। [অনুচ্ছেদ ১০] [৫৩০-ঙ]

মহেশ দত্তাত্রেয় তীর্থকর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৯) ১১ এস. সি. সি ১৪১: [২০০৯] ৩ এস. সি. আর ১১২২-এর উপর নির্ভরশীল।

২। প্রতিবাদী-বাদীদের মামলা ছিল মামলা জমির উপর তাদের মালিকানা ঘোষণা এবং মামলা জমির ফলস্বরূপ বিতরণের জন্য। মালিকানা ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করার পরে, বাদীরা কেবল তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ জমা দিয়ে তাদের মামলায় সফল হতে পারে। কিন্তু বাদীরা তাদের পিতৃপুরুষদের দেওয়া পাট্টা উপস্থাপন করেনি, [অনুচ্ছেদ ১৩] |৫৩১-ঘ]

৩. লিখিত বিবৃতিতে বিবাদী আরও স্বীকার করেছেন যে বাদী-উত্তরদাতাদের বাবা ছিলেন ইজারা গ্রহীতা এবং পাট্টা-ইজারা

মূলত বাতাই/ফসল ভাগাভাগির ভিত্তিতে চাষের জন্য বন্দোবস্তের সময়কালে তাদের পক্ষে মঞ্জুর করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৫৩১-জ; ৫৩২-ক]

নাগিন্দাস রামদাস বনাম দলপতরাম ইচারাম ওরফে ব্রিজরাম এবং অন্যান্য (১৯৭৪) ১ এস. সি. সি ২৪২: [১৯৭৪] ২ এস. সি. আর ৫৪৪; নির্বাহী কর্মকর্তা, অবিধিমিগু চোক্কনাথ স্বামী কয়েল ট্রাস্ট, বিরুধুনগর ওয়াই. চন্দ্রন এবং অন্যান্য (২০১৭) ৩ এস. সি. সি ৭০২: [২০১৭] ৫ এস. সি. আর ৪৭৩-উল্লিখিত।

৪। সাক্ষ্য আইনের ধারা ৫৮, নিঃসন্দেহে, স্বীকার করা বিষয়গুলিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই বলে মনে করে। তবে, সাক্ষ্য আইনের ধারা ৫৮ আদালতে পূর্ণ বিচক্ষণতা দেয় ® স্বীকার করা তথ্যগুলি এই ধরনের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্যথায় প্রমাণ করা প্রয়োজন। যখন উত্তরদাতা-বাদীরা তাদের শিরোনাম ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করেছেন, তখন উত্তরদাতা-বাদীরা লিখিত বিবৃতিতে কয়েকটি বাক্য আলাদা করতে পারবেন না এবং লিখিত বিবৃতির কেবল সেই অংশের সুবিধা নিতে পারবেন না যা তাদের পক্ষে অনুকূল। আবেদনকারী-আসামীদের দায়ের করা লিখিত বিবৃতিটি সম্পূর্ণরূপে পড়তে হবে। লিখিত বিবৃতিতে আপিলকারী-পক্ষত্যাগীরা দাবি করেন যে, নিষ্পত্তির সময় জমিগুলি 'আর'-এর মালিকানাধীন ছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে চাষ করার মতো অবস্থানে ছিলেন না, তাই জমিগুলি বাতাই/ফসল ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের-বাদীদের বাবাকে চাষের জন্য দেওয়া হয়েছিল। আরও জানা যায় যে, তৎকালীন হালকেদার বিতর্কিত জমির ক্ষেত্রে ইজারা বাতিল করেছিলেন এবং সেগুলি নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল যাতে বিবাদীদের বাবার দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল এবং বিতর্কিত জমিগুলি তাঁর নামে হস্তান্তর করা হয়েছিল। বাদীপক্ষের বাবার ইজারা সম্পর্কে বিবাদীদের স্বীকারোক্তি ছিল বাদীপক্ষের পূর্বপুরুষদের পক্ষে পূর্বে প্রদত্ত ইজারা। লিখিত বিবৃতিতে স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও, বাদীপক্ষের দ্বারা দায়ের করা আবেদন এবং মৌখিক ও ডকুমেন্টারি প্রমাণের আলোকে, এই প্রমাণ করার ভার উত্তরদাতা-বাদীপক্ষের উপর রয়েছে যে পট্টা-সুবিধা তাদের পক্ষে অব্যাহত রয়েছে এবং তারা পাট্টাধারী এবং মামলা সম্পত্তির অব্যাহত দখলে রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৫৩২-ঙ-জ; ৫৩৩-ক-খ]

৫। পি ডব্লিউ-১ এবং পিডব্লিউ-২-এর বিবৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে পিডব্লিউ-১-এর পিতা চল্লিশ বছর আগে জব্বলপুর বসবাস শুরু করেছিলেন

মামলা দায়েরের আগে এবং সেখানে নিষ্পত্তি হয়। উপস্থাপিত প্রমাণের আলোকে, বিচারিক আদালত আসামীদের মামলাটি যথাযথভাবে গ্রহণ করে যে ১৯৮৬ সালের (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) সংবাদে, মামলা জমি এবং অন্যান্য জমির ইজারা দেওয়ার জন্য পাওয়াইদারের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিলামে, তাদের দাদার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং মামলা সম্পত্তি সহ অন্যান্য জমি তাকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। যদি উত্তরদাতাদের-বাদীদের বাবা জমিগুলি এতটা পরিত্যক্ত না রেখে দিতেন, তবে পাওয়াইদারের পক্ষে মামলা জমির ইজারা নিলাম করা এবং আসামীদের দাদার পক্ষে জমি ইজারা দেওয়া সম্ভব হত না। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৫৩৩-গ]

৬. আপিলকারী-আসামীদের মামলা যে ১৯৮৬ সালের (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) সম্বতে, পাওয়াইদার কর্তৃক মামলা জমি এবং অন্যান্য জমি ইজারা দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত নিলামে, মামলা সম্পত্তি সহ অন্যান্য জমি তাদের দাদাকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল, রাজস্ব রেকর্ড এবং পর্যাপ্ত প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী করা হয়। উদাঃ ডি-২০ [আসামীদের দাদার পক্ষে পাট্টা] ত্রিশ বছরের পুরানো নথি হিসাবে এর সত্যতা সম্পর্কে অনুমানের উত্থান। এর বিষয়বস্তু বিবাদীরা বলছেন যে সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারার কোনও প্রয়োগ প্রাক্তন ডি-২০-এর কাছে নেই এবং নথির বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে অনুমান করা যায় না। সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারা আদালতকে ত্রিশ বছরের পুরনো নথির সত্যতা সম্পর্কে অনুমান করতে সক্ষম করে। ৯০ ধারায় বলা হয়েছে যে আদালত "অনুমান করতে পারে" যে নথিটি আসল। [অনুচ্ছেদ ১৭-১৯] [৫৩৩-চ; ৫৩৪-গ-ঙ]

৭। মাত্র ১৯৫৫-৫৬ (পিপি-৯) এবং ১৯৫৬-৫৭ (পিপি-১০) সালের খসরা নকলেই উত্তরদাতা-বাদীদের নামে নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; কিন্তু পূর্ববর্তী ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালের খসরা (পিপি-৮) এবং পরবর্তী ১৯৬০-৬১ (পিপি-১২), ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৫-৬৬ (পিপি-১৩), ১৯৬৮-৬৯ (পিপি-১৪) এবং ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৫ (পি- ঘ-২) সালের খসরাগুলিতে আবেদনকারী-প্রতিবাদীদের পিতার নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লিজটি প্রতিবাদীদের দাদার পক্ষে ইস্যু করা হয়েছিল এবং তিনি ও প্রতিবাদীদের পিতা ধারাবাহিকভাবে সম্পত্তির দখলে ছিলেন — এটি রেকর্ড অনুযায়ী প্রমাণিত হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২০][৫৩৫-চ-ছ]

৮. কয়েক বছর ধরে আবেদনকারীদের দ্বারা উপস্থাপিত রাজস্ব নথিগুলি আবেদনকারীদের মামলাটিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে যে পট্টা (প্রাক্তন ডি-২০) তাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তারা বেশ কয়েক বছর ধরে মামলা সম্পত্তির দখলে রয়েছে। মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি প্রমাণ স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে উত্তরদাতাদের-বাদীদের বাবা মামলা সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছেন, যার অনুসরণে, নিলাম পাওয়াইদার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং আপিলকারীর দাদার পক্ষে ইলাগেদার দ্বারা ইজারা জারি করা হয়েছিল এবং তিনি মামলা সম্পত্তির অবিচ্ছিন্ন দখলে ছিলেন। উত্তরদাতারা-বাদীরা প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি উপস্থাপন করেননি যে প্রাক্তন ডি-২০ একটি জাল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরদাতারা নিজেরাই আপিলকারী-আসামীদের পক্ষে প্রদত্ত পাট্টা দাখিল করেছেন। [অনুচ্ছেদ ২২ এবং ২৩] [৫৩৫-ঘ-ঙ; চ-ছ]

৯. যে নথিগুলি ধারাবাহিকভাবে আপিলকারীদের পক্ষে ছিল, সেগুলি উপেক্ষা করা উচিত হয়নি শুধুমাত্র ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের দুই বছরের জন্য বিবাদীদের পক্ষে থাকা নথিগুলির পক্ষে। তদুপরি, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, বিবাদীদের নামে থাকা উক্ত নথিগুলিকে সঠিক বা প্রামাণ্য বলা যায় না। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট ভুল করেছেন যখন তারা আপিলকারীদের নামে ইস্যু হওয়া এক্স-পি-২১ (এক্স-ডি-২০) পট্টা এবং রাজস্ব পরিদর্শকের প্রতিবেদন (এক্স-পি-৩) যেটিতে বলা হয়েছে যে পট্টা ইলাকা আপিলকারীদের পিতামহের নামে রয়েছে এবং রাজস্ব নথিতে একাধিকবার আপিলকারীদের নাম রয়েছে—এসব গুরুত্বপূর্ণ দলিল উপেক্ষা করেছেন। বিবাদী-মামলাকারীদের পক্ষ থেকে এর বিপরীত কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা না হওয়ায়, বিচারিক আদালত সঠিকভাবেই রায় দেয় যে, আপিলকারীরা বিতর্কিত সম্পত্তির উপর ধারাবাহিকভাবে অধিকারভুক্ত ছিলেন এবং বিবাদীরা মামলার দায়েরের পূর্বে সেই সম্পত্তির ওপর তাদের অধিকার প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন। [অনুচ্ছেদ ২৪][৫৩৬-গ-ঙ]

১০. কমিশনারের ১৭.৭.১৯৭৩ তারিখের এবং অন্যান্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে, বাদী-বিবাদীরা পাটোয়ারীর সাথে যোগসাজশে রাজস্ব এন্ট্রিতে ইন্টারপোলেশন করেছেন এবং রাজস্ব এন্ট্রিগুলি তাদের নামে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাইকোর্ট এবং প্রথম আপিল আদালত কমিশনারের এক্স.ডি-১-কে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করে ভুল করেছেন। [অনুচ্ছেদ ২৬][৫৩৮-খ]

১১. আদেশ এক্সএলআই বিধি ২৭ সিপিসি-র অধীনে, মৌখিক বা তথ্যভিত্তিক যাই হোক না কেন, অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি কেবল তিনটি পরিস্থিতিতে দেওয়া হয় যা হলঃ (১) যেখানে বিচার আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল যদিও এটি গ্রহণ করা উচিত ছিল; (২) যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও পক্ষের কাছে প্রমাণ উপলব্ধ ছিল না; এবং (৩) আপিল আদালতকে অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন ছিল যাতে এটি রায় ঘোষণা করতে সক্ষম হয় বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য কারণের জন্য। আপিলকারী নিম্ন আদালতে প্রাসঙ্গিক নথি উপস্থাপন করতে অধ্যবসায়ী না হলে অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য আবেদন অনুমোদিত হতে পারে না। তবে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং সন্তোষজনক কারণ দেওয়া হলে আদালত অতিরিক্ত নথি পেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২৮] [৫৩৯-গ-ঙ]

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ইব্রাহিম উদ্দিন এবং অন্য, (২০১২) ৮ এস. সি. সি ১৪৮: [২০১২] ৮ এস. সি. আর ৩৫-এর উপর নির্ভরশীল।

কারেওয়া এবং অন্যান্য বনাম হুসেন সাহেব ওয়াজান্ত্রি এবং অন্যান্য (২০০২) ১০ এস. সি. সি. ৩১৫; রূপ চাঁদ বনাম গোপী চাঁদ থেলিয়া (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি. ৩৮৩: [১৯৮৯] ২ এস. সি. আর. ১৮৪-উল্লিখিত।

১২। বর্তমান মামলায় আদালত অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে ১ নম্বর তারিখের তহশিলদারের গ্রহণ করতে আগ্রহী। ১ নম্বর তারিখের তাহসিলদারের থেকে দেখা যায় যে, আবেদনকারী (আপিলকারী) কালেক্টরের কাছে আবেদন করেছিলেন যে, তিনি ১৩১, ১৫১, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ৪১ নম্বর জমির মালিক-চাষী এবং জমির দখলে রয়েছেন এবং আবেদনকারী নন এমন ব্যক্তিরা (উত্তরদাতা-বাদী) পাটোয়ারির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজস্ব এন্ট্রিতে তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন এবং এন্ট্রিগুলির সংশোধনের জন্য অনুরোধ করেছেন। এসডিওর কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন ডাকা হয়েছিল যিনি একটি বিস্তারিত তদন্ত করেছিলেন এবং একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। এই ধরনের তদন্ত এবং ২১.১০.১৯৬৯ তারিখের এসডিও-র প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, তহশিলদার বলেন যে ৪১,১৩১,১৬২,১৬৩ নম্বর জমির ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের দখল সম্পর্কিত এন্ট্রি পরবর্তীকালে করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩০] [৫৪০-ছ-জ; ৫৪১-ক-খ]

১৩। এটা বলা ভুল যে ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তহশিলদারের টি এই ভিত্তিতে দেখা যাবে না যে সেগুলি ছিল

বিচার আদালতের সামনে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়নি। এক্স. ডি-আই হিসাবে চিহ্নিত মিশনারের তাহসিলদারের তারিখের ২৮.০৭.১৯৭১-এর র স্পষ্ট উল্লেখ করে। যেহেতু পি-ঘ -১ (১৭.০৭.১৯৭৩)-এ, তাহসিলদারের তারিখের ২৮.০৭.১৯৭১-এর র উল্লেখ রয়েছে, তাই এটি অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে পাওয়া যায়। ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের র মামলার মূল বিষয় এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে সরাসরি প্রভাব রয়েছে, একই প্রমাণ। যেহেতু এক্স. ডি-১ তাহসিলদারের র উল্লেখ করে, তাই অতিরিক্ত নথি হিসাবে ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই এবং একই বিবেচনা করা হয়। [অনুচ্ছেদ ৩১] [৫৪১-জ; ৫৪১-ক-ঘ]

১৪. যেহেতু তাহসিলদারের কমিশনারের তারিখ ১৭.০৭.১৯৭৩ (পি- ঘ-১)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এটি নতুন মামলা প্রবর্তনের প্রভাব ফেলবে না যার জন্য অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন হবে। যতদূর পর্যন্ত অন্য দুটি অতিরিক্ত নথি, যথা, নাইব তাহসিলদারের তারিখ ০১.০৯.১৯৬২-এমপিভূমি রাজস্ব কোডের ২৫০ ধারার অধীনে দায়ের করা মামলায় জারি করা এবং ২১.১১.১৯৭২ তারিখের জেলা কালেক্টরের , সেগুলি অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। [অনুচ্ছেদ ৩১] [৫৪২-ঘ-ঙ]

১৫. প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট কমিশনারের (প্রাক্তন ডি-১) নথিভুক্ত সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানগুলি বিবেচনা না করে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল যে বাদী-উত্তরদাতারা পাটোয়ারির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজস্ব রেকর্ডে এন্ট্রি পেয়েছিলেন এবং পাটোয়ারি গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী ছিলেন। [অনুচ্ছেদ ৩২] [৫৪২-ছ-জ]

১৬। প্রথম আপিল আদালতের এই সিদ্ধান্ত যে ১৯৫৪ সালে আপিলকারী-আসামীদের পিতামহকে পট্টা দেওয়া হয়েছিল এবং ইলাগেদার পট্টা জারি করার যোগ্য ছিলেন না, তা ভুল ধারণা। ১৯৫৪ সালে নয়, বরং ১৯৮৬ সালে (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ) যখন ইলাগেদারের এই ক্ষমতা ছিল, তখন পট্টা দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া, ডি. ডব্লিউ-১ (আসামীর পিতা)-এর বয়সের উপর ভিত্তি করে এইভাবে প্রদত্ত পাট্টার বৈধতা নির্ধারণ করা যায় না। বিন্ধ্য প্রদেশ আইনের ধারা ৫ অনুসারে, রাজ্য সরকার একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোনও শ্রেণীর জায়গির জমি পুনরায় চালু করার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করে এবং উক্ত আইনের ধারা ৬-এ এই ধরনের পুনরায় চালু করার পরিণতি নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত -এর ধারা ২৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে

আইন অনুযায়ী, সেই সময় পর্যন্ত যে আবেদনকারীরা মধ্যস্থতাকারী/জায়গিরদারের ভাড়াটিয়া ছিলেন, তাঁরা উক্ত জমির ক্ষেত্রে পত্তিদার ভাড়াটিয়া বলে বিবেচিত হবেন। উপরোক্ত আইনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রথম আপিল আদালত ভুল করে বলে যে ১৯৫৪ সালে পাট্টা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ততদিনে পাওয়াইদার/ইলাগেদারের পট্টা দেওয়ার এখতিয়ার ছিল না। [অনুচ্ছেদ ৩৯] [৫৪৫-চ-ছ; ৫৪৬-ক-ঘ]

১৭. প্রথম আপিল আদালত সঠিক ছিলেন না এক্স-ডি-২০ নথিটির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে এবং এই মন্তব্য করতে যে বিবাদী নম্বর ১-এর বিতর্কিত জমির উপর আইনগত মালিকানার অধিকার নেই। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট ভুল করেছেন ১৭.০৭.১৯৭৩ তারিখের কমিশনারের (এক্স-ডি-১), ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তহশিলদারের এবং এমন অন্যান্য নথি যা আপিলকারীদের (বিবাদীদের) পিতামহের নামে পট্টা প্রদান এবং তাদের ধারাবাহিক দখল থাকার প্রমাণ দেয়—এসব যথাযথভাবে বিবেচনায় না নিয়ে। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট ভুল করেছেন ১৭.০৭.১৯৭৩ তারিখে কমিশনার কর্তৃক রাজস্ব রেকর্ডে পটওয়ারির অনিয়মের বিষয়ে করা পর্যবেক্ষণ উপেক্ষা করে। [অনুচ্ছেদ ৪০][৫৪৬-চ-জ; ৫৪৭-ক]

১৮. স্বত্ব এবং দখলের ঘোষণার জন্য মামলায় বাদী-উত্তরদাতারা কেবল তাদের নিজস্ব স্বত্বের ভিত্তিতেই সফল হতে পারে এবং প্রতিবাদী-আবেদনকারীদের মামলার দুর্বলতার কারণে নয়। বাদী-উত্তরদাতাদের উপর দায় রয়েছে যে তারা মামলা সম্পত্তির জন্য তাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেখানোর জন্য যে তারা ঘোষণার জন্য একটি ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী। বাদী-উত্তরদাতারা শিরোনাম নথি অর্থাৎ পট্টা-লিজ উপস্থাপন করেননি যার উপর উত্তরদাতারা নির্ভর করছেন বা অন্য কোনও প্রমাণ জমা দিয়ে তাদের অধিকার প্রমাণ করেননি। তাদের দ্বারা নির্ভর করা রাজস্ব এন্ট্রিগুলিও খাঁটি বলে মনে করা হয় না। যে কোনও ক্ষেত্রে, কয়েকটি খাতৌনির জন্য রাজস্ব এন্ট্রিগুলি স্বত্বের প্রমাণ নয়; তবে কেবল রাজস্ব উদ্দেশ্যে বিবৃতি। তারা তাদের খেতাব প্রমাণের জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল দলকে কোনও অধিকার বা খেতাব প্রদান করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ৪১] |৫৪৭-খ-ঘ]

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং আরেকজন বনাম ভাসাভি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড এবং আরেকজন (২০১৪) ২ এস. সি. সি ২৬৯: [২০১৪] ১ এস. সি. আর ১৮০-এর উপর নির্ভরশীল।

১৯. প্রমাণের মূল্যায়নের পরে, বিচার আদালত বিভিন্ন বিষয়ে ফলাফল নথিভুক্ত করেছে যা দ্বারা বিপরীত হয়েছে

প্রথম আপিল আদালত। যেহেতু প্রথম আপিল আদালত বিচার আদালতের রায়কে উল্টে দিয়েছিল, তাই দ্বিতীয় আপিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের উচিত ছিল সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়ন ও বিবেচনা করা এবং উপকরণ। প্রথম আপিল আদালতের অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করে আপিলকারীর আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের টি মূলত এই ভিত্তিতে যে, উত্তরদাতা-বাদীদের দেওয়া পট্টা পরিত্যাগ বা প্রত্যাহারের কোনও র অনুপস্থিতিতে, আপিলকারী-আসামীদের পক্ষে পট্টা (পি- ঘ-২০) মঞ্জুর করা অবৈধ ছিল। হাইকোর্ট ১৯২৯ সালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিলকারীদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে প্রদত্ত পাট্টা (পি- ঘ-২০) এবং রাজস্ব পরিদর্শকের তারিখ ০৫.১০.১৯৬৯-এর প্রতিবেদনকে প্রশংসা করেনি। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট পি- ঘ-১-কমিশনারের তারিখের ১৭.০৭.১৯৭৩ এবং এসডিও-র তারিখের ২১.১০.১৯৬৯ রিপোর্ট এবং অন্যান্য রাজস্ব রেকর্ড বিবেচনা করেনি যা দেখায় যে আপিলকারী-আসামীদের পূর্বপুরুষ গয়া দিনকে পট্টা (পি- ঘ-২০) দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর থেকে তিনি এবং তাঁর বংশধররা সম্পত্তির দখলে ছিলেন। হাইকোর্ট নথিতে থাকা প্রমাণ এবং উপকরণগুলি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি এবং বিতর্কিত রায়টি বাতিল করার যোগ্য। [অনুচ্ছেদ ৪২। [৫৪৭-চ-ছ; ৫৪৮-ক-খ]

মামলার প্রসঙ্গ

[২০০৯] ৩ এস. সি. আর. ১১২২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৭৪] ২ এস. সি. আর. ৫৪৪	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৭] ৫ এস. সি. আর. ৪৭৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০০২) ১০ এস. সি. সি. ৩১৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৭
[১৯৮৯] ২ এস. সি. আর. ১৮৪	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৭
[২০১২] ৮ এস. সি. আর. ৩৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২৯
[২০১৪] ১ এস. সি. আর. ১৮০	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৪১

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৭ সালের ২১৭৬ নং দেওয়ানি আপিল।

১৯৮৯ সালের ১৭৪ নং দ্বিতীয় আপিলে জব্বলপুরের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ০৫.০২.২০০৭ তারিখের রায় ও থেকে উদ্ভুত।

আপিলকারীদের পক্ষে সুবোধ মার্কণ্ডেয়, প্রবীণ আইনজীবী., সুরেশ সি. গুপ্ত, বীরেন্দ্র কুমার মিশ্র, সুশ্রী পুনম আতে, রাহুল আগরওয়াল, অমিত প্রতাপ সিং আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে এ. কে. শ্রীবাস্তব, প্রবীণ আইনজীবী, অক্ষত শ্রীবাস্তব, মিসেস পূজা শ্রীবাস্তব, মিসেস মনজিৎ কৃপাল, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

আর. বানুমথি, বিচারপতি

এই আপিলটি জব্বলপুরের মধ্য প্রদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক ১৯৮৯ সালের দ্বিতীয় আপিল খারিজ করে আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা ০৫.০২.২০০৭ তারিখের রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার ফলে দেওয়ানি আপিলের প্রথম আপিল আদালতের সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করে নং ২৯-ক/৮৫ এই রায় দেওয়া হয়েছে যে, উত্তরদাতা-বাদীদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া আটা পরিত্যাগ বা প্রত্যাহারের কোনও র অনুপস্থিতিতে, আপিলকারী/বিবাদীদের পক্ষে পার্টি মঞ্জুর করা অবৈধ ছিল এবং আপিলকারী-বিবাদীরা মামলা সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার দাবি করতে পারে না।

২. বিবাদী-মামলাকারীদের (প্রতিকারপ্রার্থী) মামলা সংক্ষেপে হলো এইরূপঃ প্রতিকারপ্রার্থী শিবনাথ ও মৃত বিশ্বনাথ (যিনি প্রতিকারপ্রার্থী নম্বর ২ থেকে ১০-এর পূর্বসূরি) একটি মামলা দায়ের করেন, যাতে উল্লেখ করা হয় যে, খাসরা নম্বর ৪১-১.৩৯, ১৩১-২.৭০, ১৬২-০.১৭, ১৬৩-৩.৯২ এবং ১৬৪-২.১৫ (মোট ৫টি খাতা, মোট জমির পরিমাণ ১০.৩৩ একর), যেগুলি বৈরাথ গ্রাম, সাধারণ নম্বর ৭৮২, তহশিল গোপাদ বানাসে অবস্থিত—এইসব জমির উপর তাদের মালিকানা স্বত্ব ঘোষণার জন্য মামলা করেন এবং খাসরা নম্বর ১৬৪ বাদে বাকি সব জমির দখল ফিরে পাওয়ার দাবিতে আপিলকারীদের পিতা হনুমান দিন-এর বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলাকারী রাম সহায় ও রমেশ্বর—যারা মামলাকারীদের পিতা—তারা একসঙ্গে উপরের উল্লিখিত খাসরা নম্বর ৪১, ১৩১, ১৩২, ১৩৬/১৩, ১৩৫, ১৩৪/৪, ১৩৭/২৭, ১৪০/১১, ১৪২/২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৬২, ১৬৩/২৫, ১৬৪/৪ এবং ২৫৭ (মোট ২১.৪৫ একর জমি) এর যৌথ ইজারাদার ছিলেন। বন্দোবস্ত চলাকালীন তাদের নাম উক্ত জমির ইজারাদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তারা এসব জমি চাষ করতেন, প্রায় চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত, যখন তাদের মধ্যে বিভাজন ঘটে এবং দুজনই নিজেদের অর্ধেক করে জমির মালিক হয়ে যান। হনুমান দিন কখনও এই জমির কোনো অংশের দখলে ছিলেন না এবং তার কোনো অধিকার বা দাবি ছিল না। তবে, আপিলকারীদের পিতামহ গয়া দিন প্রতিকারপ্রার্থীদের বিতর্কিত জমির উপর একটি ইজারা নেন, যা প্রতিকারপ্রার্থীদের মতে জাল দলিল। সেই ইজারার ভিত্তিতে গয়া দিন বিতর্কিত জমির খাতাউনি-রেকর্ডে নিজের নাম খাতেদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করান।

৩। ২ থেকে ১০ নং প্রত্যর্থীর স্বার্থে মৃত বিশ্বনাথ ১৯৬৯ সালের আগস্টে কালেক্টরের কাছে একটি আবেদন দায়ের করেন যাতে বলা হয় যে, বিতর্কিত জমির ইজারা গয়া দিনের নামে ইলাগেদার দ্বারা ভুলভাবে জারি করা হয়েছিল এবং গয়া দিনের নামে রেকর্ড বাতিল করার প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। বিষয়টি তদন্তের জন্য রাজস্ব পরিদর্শকের কাছে পাঠানো হয়েছিল যিনি বিতর্কিত জমির মালিকানা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের পক্ষে তাঁর প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন এবং কালেক্টর এটি অনুমোদনের পরে প্রতিবেদনটি নিবন্ধিত করেছিলেন। বিবিধ মামলায় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কার্যধারায় ১৪৫ ধারা নং ৩৫১ ১৪২/৬৯ এর অধীনে। হনুমান দিন দ্বারা শুরু করা, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হনুমান দিনকে থসরা নং ১৬২ এবং ১৬৩-এ জমির দখলে খুঁজে পান এবং উত্তরদাতাদের দখল এবং খসরা নং ১৬৪-এ পাওয়া যায়। উত্তরদাতারা-বাদীরা অভিযোগ করেন যে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসারে, হনুমান দিন জোর করে খসরা নং ৪১-তে জমি দখল করেছিলেন এবং তাই, উত্তরদাতারা ঘোষণা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন।

৪। হনুমান দিন এই যুক্তি দিয়ে মামলাটির বিরোধিতা করেছিলেন যে উত্তরদাতারা তাতে কখনই বিতর্কিত জমির মালিকানা বা দখলে থাকেননি এবং জমিগুলি রামরাজ সিংয়ের মালিকানাধীন ছিল কিন্তু তিনি জমি চাষ করতেন না এবং বাতাই-ফসল ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের পূর্বসূরীদের চাষের জন্য এটি দিয়েছিলেন এবং কেবল এই কারণে, তাদের নামে নিষ্পত্তির সময় পাটা মঞ্জুর করা হয়েছিল। আপিলকারীরা আরও বলেন যে উত্তরদাতাদের বাবা জমি পরিত্যাগ করেছিলেন এবং যেহেতু সাতটি কর প্রদান করা হচ্ছে না, তাই বিতর্কিত জমির খাতা বাতিল করা হয়েছিল। আপিলকারী-আসামীদের মামলাটি হল যে, মামলা জমি এবং অন্যান্য জমির ইজারা দেওয়ার জন্য পাওয়াইদার কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিলামে 'গয়া দিন'-এর দরপত্র গৃহীত হয়েছিল এবং এই বিষয়ে 'সম্বত ১৯৮৬' (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ)-এ তাঁর নামে একটি ইজারা জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা তাঁর মামলা সম্পত্তির অবিচ্ছিন্ন দখলে ছিলেন এবং খাতাউনি এবং অন্যান্য রাজস্ব নথিতেও এটি প্রতিফলিত হয়।

৫। বিচারিক আদালত ০২.০৭.১৯৮৫ তারিখের রায়ের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের মামলা খারিজ করে দিয়ে বলে যে, গয়া দিন মামলা জমির ক্ষেত্রে পত্র-লিজ (পি- ঘ-২০) ধারণ করে আসছে এবং ১৯৫০ সাল থেকে বিতর্কিত জমির ক্রমাগত দখলদারিত্বে রয়েছে এবং তারপর হনুমান দিন তার দখলে ছিল। কমিশনারের (পি- ঘ-১) উল্লেখ করার পর, বিচার আদালত বলে যে কমিশনার একটি তথ্য নথিভুক্ত করেছেন যে উত্তরদাতারা -এ নথিভুক্ত করেছেন

পাটোয়ারির সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের নামে রাজস্ব নথি, বিচার আদালত রায় দেয় যে, গয়া দিনকে তৎকালীন ইলাগেদার লিজ-পার্টি (পি- ঘ-২০) দিয়েছিলেন এবং উক্ত নথিটি ত্রিশ বছরেরও বেশি পুরানো হওয়ায় তা আসল। বিভিন্ন খসরা এবং আপিলকারীর বাবার নামে তার উপরের এন্ট্রিগুলি উল্লেখ করার পরে, এটি বলা হয়েছিল যে আবেদনকারীদের বাবা হনুমান দিন ১৯৫০ সাল বা তার আগে থেকে মামলা জমির দখলে রয়েছেন। বিচার আদালত আরও বলে যে মামলাটি ১৭.১০.১৯৭৫-এ দায়ের করা হয়েছিল যা বারো বছরেরও বেশি এবং সময় দ্বারা মামলাটি নিষিদ্ধ।

৬. আপিলে, প্রথম আপিল আদালত তার ০৩.০৪.১৯৮৯ তারিখের রায়ে উল্লেখ করেন যে, বন্দোবস্তের সময় প্রতিকারপ্রার্থীদের পিতার নামে পট্টা প্রদান করা হয়েছিল এবং এটি আপিলকারীরা অস্বীকার করেননি। তদুপরি, আপিলকারীরা প্রতিকারপ্রার্থীদের পিতার পক্ষত্যাগ প্রমাণ করতে সক্ষম হননি এবং সেই কারণে প্রতিকারপ্রার্থীদের মামলার সম্পত্তির মালিক হিসেবে গণ্য করা উচিত। প্রথম আপিল আদালত আরও বলেন যে, আপিলকারীদের উপস্থাপিত ইজারার দলিল এক্স-ডি-২০ বৈধ বলে ধরা যায় না এবং প্রতিকারপ্রার্থীদের নামে প্রদান করা পট্টা বাতিল করার কোনো না থাকায়, এক্স-ডি-২০ দলিলের ভিত্তিতে আপিলকারীদের মালিকানার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। আদালত মত দেন যে, শুধুমাত্র হনুমান দিন ইজারা-পট্টা (এক্স-ডি-২০) উপস্থাপন করেছেন বলেই এটি প্রমাণিত হয়েছে এমন বলা যায় না, এবং সেই কারণে এটি ধরে নেওয়া যায় না যে হনুমান দিন বিতর্কিত জমির উপর আইনগত মালিকানার অধিকার রাখেন। প্রথম আপিল আদালত আরও উল্লেখ করেন যে, এক্স-ডি-১ কমিশনারের র ভিত্তিতে আপিলকারীদের মামলার সম্পত্তির দখল প্রমাণিত হয়েছে বলা যায় না, কারণ সেই মামলার কার্যক্রমে প্রতিকারপ্রার্থী বা তাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো পক্ষ ছিলেন না। এই সব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রথম আপিল আদালত বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে এবং রায় দেন যে, প্রতিকারপ্রার্থীরাই বিতর্কিত জমির মালিক এবং তারা খাসরা নম্বর ৪১, ১৩১, ১৬২ ও ১৬৩ নম্বর জমির দখল আপিলকারীদের পিতা হনুমান দিন-এর নিকট থেকে পাওয়ার অধিকারী।

৭. দ্বিতীয় আবেদনে, হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালতের অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করে এবং রায় দেয় যে মামলা জমিগুলি উত্তরদাতাদের পিতৃপুরুষদের নামে নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং রেকর্ডের কোনও নথি নেই যা দেখায় যে তারা জমির দখল পরিত্যাগ করেছে বা ইলাগেদারের পক্ষে আত্মসমর্পণ করেছে। এটি বলা হয়েছিল যে যদিও পট্টা-লিজ-পি- ঘ-২০ এর দাদার পক্ষে মঞ্জুর করা হয়েছিল

আপিলকারীরা জমি পরিত্যাগের পক্ষে প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রমাণ পেশ করেননি এবং পত্রের (পি- ঘ-২০) ভিত্তিতে আপিলকারীদের কোনও অধিকার অর্জিত হয়নি। ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারীরা এই আবেদনটি পছন্দ করেছেন।

৮. আমরা শুনেছি আপিলকারী-আসামীদের অভিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রীযুক্ত সুবোধ মার্কণ্ডেয় এবং উত্তরদাতাদের-বাদীদের অভিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রীযুক্ত এ. কে. শ্রীবাস্তব। আমরা জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং আপত্তিকর রায় এবং নীচের আদালতের রায় এবং নথিতে থাকা অন্যান্য উপকরণগুলি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছি।

৯। বিবেচনার বিষয় হল, হাইকোর্ট প্রথম আপিল আদালতের রায় বহাল রাখার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল কি না, এই বলে যে, উত্তরদাতা-বাদীদের দেওয়া পট্টা পরিত্যাগ বা প্রত্যাহারের কোনও র অনুপস্থিতিতে, ১৯২৯ সালে আপিলকারী-আসামীদের পক্ষে পট্টা (পি-ঘ-২০) মঞ্জুর করা অবৈধ ছিল এবং আপিলকারী-আসামীরা পি- ঘ-২০ এবং অন্যান্য নথির ভিত্তিতে অধিকার দাবি করতে পারে না।

১০. হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় হল হাইকোর্ট এবং প্রথম আপিল আদালতের সমবর্তী রায়। আমরা সচেতন যে ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আপিলের ক্ষেত্রে, বাধ্যতামূলক কারণে ওয়ারেন্ট না করা পর্যন্ত সমবর্তী ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যখন প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্টের ফলাফল বিকৃত বলে প্রমাণিত হয়, তখন এই আদালত অবশ্যই হাইকোর্টের নথিভুক্ত তথ্যের ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। [মহেশ দত্তাত্রেয় তীর্থকর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৯) ১১ এসসিসি ১৪১]

১১। প্রতিবাদী-বাদী-শিবনাথ এবং মৃত 'বিশ্বনাথ গোপদ বানাস তহসিলের বৈরথ জেনারেল গ্রামে অবস্থিত খসড়া আম্বরের জমি, ৪১-১.৩৯,১৬২-০.১৭,১৬৩-৩.৯২ এবং ১০.৩৩-এর মোট জমির মালিকানা ঘোষণা করার জন্য মামলা দায়ের করেন এই আবেদনে যে তাদের পিতৃপুরুষদের পক্ষে একটি ইজারা/পট্টা জারি করা হয়েছিল এবং নিষ্পত্তির সময় মামলা জমির' ইজারা গ্রহীতা 'হিসাবে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং দুজনের মধ্যে বিভাজন হওয়ার সময় চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা জমি চাষ করে যাচ্ছিল এবং শিবনাথ এবং মৃত বিশ্বনাথ উভয়েই অর্ধেক অংশের মালিক হয়েছিলেন।

১২। আপিলকারী-আসামীরা এই মামলাটির বিরোধিতা করে এই যুক্তি দেখিয়ে যে, রামরাজ সিং জমির আসল মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি জমি চাষ করছিলেন না এবং নিষ্পত্তির সময় বাতাই-ফসল ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে রাম সহায় ও রামেশ্বর নামে উত্তরদাতাদের পিতৃপুরুষদের নামে নিষ্পত্তির অংশ দেওয়া হয়েছিল এবং উত্তরদাতাদের-বাদীদের পূর্বসূরীরা জমি চাষ করেননি। আপিলকারী-বিবাদীরা আরও বলেন যে, উত্তরদাতাদের-বাদীদের পূর্বপুরুষরা মামলা জমি পরিত্যাগ করেছিলেন এবং যেহেতু রাজস্ব কর প্রদান করা হয়নি, তাই মামলার ইজারা উত্তরদাতাদের-বাদীদের পক্ষে জমি বাতিল করা হয়েছিল। তৎকালীন ইলাগেদার ১৯২৯-১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত নিলামে বিবাদীদের বাবা গয়া দিনের দরপত্র গ্রহণ করেছিলেন। আপিলকারী-বিবাদীরা ১৯৮৬ সালে (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁদের পক্ষে জারি করা পাট্টা পি- ঘ-২০ (প্রাক্তন পি-২১)-এর ভিত্তিতে বিতর্কিত জমির মালিকানা ও দখল দাবি করেছেন এবং বলেছেন যে, তারপর থেকে তাঁরা বিতর্কিত জমির দখলে রয়েছেন।

১৩। প্রতিকারপ্রার্থী-মামলাকারীদের মামলা ছিল বিতর্কিত জমির উপর তাদের মালিকানা ঘোষণা এবং ফলস্বরূপ জমির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য। মালিকানা ঘোষণা চেয়ে মামলা দায়ের করার পর, মামলাকারীরা কেবল তখনই মামলায় সাফল্য লাভ করতে পারতেন, যদি তারা যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে তাদের মালিকানা প্রমাণ করতে পারতেন। কিন্তু মামলাকারীরা তাদের পিতাদের নামে ইস্যু হওয়া পট্টার মূল দলিল উপস্থাপন করতে পারেননি। সাক্ষী হিসেবে পি.ডব্লিউ.-১ বিশ্বনাথ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, মূল পট্টাটি অনেক পুরনো, ছেঁড়া এবং বর্তমানে তাদের কাছে নেই। মামলাকারীরা ০৫.১০.১৯৬৯ তারিখের রাজস্ব পরিদর্শকের প্রতিবেদন (এক্স-পি-৩) উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, বিশ্বনাথের আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা হয় এবং এতে দেখা যায় যে, পট্টাদারের নাম গয়া দিন। গয়া দিন ও শিবনাথকে ইজারাদার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্স-পি-৩ নথিতে আরও বলা হয়েছে যে, খাতাউনি নম্বর ৫৮/৫৯-এ দেখা যায় যে, রাম সহায় ও রমেশ্বর কুর্মির নাম জমির মালিক হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে জমি নম্বর ৫১/১.৩৮, ১৬২/০.১৭, ১৬৩/৩.৭২, ১৬৪/২.৬৫ ও ১৩১/২.৭০-এর ক্ষেত্রে। আরও বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত জমি নম্বরগুলির পট্টা ইলাকা গয়া দিনের নামে নিবন্ধিত রয়েছে। এক্স-পি-৩ প্রতিবেদনে এক্স-ডি-২০ পট্টার উল্লেখ রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তহশিলদারের নম্বর ১৪৬/১৯৬০, তারিখ ২১.১১.১৯৬০ অনুযায়ী, সরকারি রেকর্ডে পট্টার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি যথাযথ তদন্তের পর দেওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পটওয়ারি ১০.০১.১৯৬১ তারিখে খাসরায় এন্ট্রি করেছেন।

১৪। তার সাক্ষ্যে, পিডব্লিউ-১ বলেছে যে তার বাবার নামে পাট্টা-ইজারা জারি করা হয়েছিল। তার লিখিত বিবৃতিতে, আসামী হনুমান

দিন আরও স্বীকার করেছেন যে বাদী-উত্তরদাতাদের পিতৃপুরুষরা ইজারা গ্রহীতা ছিলেন এবং বাটাই-ফসল ভাগাভাগির ভিত্তিতে চাষের জন্য নিষ্পত্তির সময়কালে তাদের পক্ষে পট্টা-ইজারা দেওয়া হয়েছিল। বিচার আদালত এবং সেইসাথে প্রথম আপিল আদালত রায় দিয়েছে যে নিষ্পত্তির সময় উত্তরদাতাদের-বাদীদের পিতার পক্ষে ইজারা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মূল ইজারা গ্রহীতা হিসাবে ধরা হয়েছিল। বিচার আদালত মামলা নং ২ (এ) সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পর্যবেক্ষণ করেছে যে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের-বাদীদের পিতার নামে ইজারা অনুদান আবেদনকারী-বিবাদীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। বিচার আদালতের এই সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, উত্তরদাতা-বাদীদের পিতার পক্ষে পট্টা দেওয়া হয়েছিল, উত্তরদাতা-বাদীদের বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী বলেন যে, এটি স্বীকারোক্তি এবং সাক্ষ্য আইনের ৫৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকারোক্তিমূলক তথ্য প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। নাগিন্দাস রামদাস বনাম দলপতরাম ইছারাম ওরফে ব্রিজরাম এবং অন্যান্যদের (১৯৭৪) উপর নির্ভরতা স্থাপন করে। এস. সি. সি ২৪২ এবং নির্বাহী কর্মকর্তা, অবিধিমিশু চোক্কানাথা স্বামী কয়েল ট্রাস্ট, বিরুধুনগর বনাম চন্দ্রন এবং অন্যান্য (২০১৭) ৩ এস. সি. সি ৭০২, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে উত্তরদাতাদের-বাদীদের পিতার কাছে ইজারা মঞ্জুরের স্পষ্ট স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত স্বীকৃত সত্যটি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

১৫. সাক্ষ্য আইনের ৫৮ নং ধারায় নিঃসন্দেহে বলা হয়েছে যে, যে বিষয়গুলি স্বীকার করা হয়েছে সেগুলি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তবে, সাক্ষ্য আইনের ৫৮ নং ধারার শর্তাবলী আদালতকে এই ধরনের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্যথায় স্বীকার করা তথ্যগুলি প্রমাণ করার জন্য সম্পূর্ণ বিচক্ষণতা দেয়। যখন বিবাদী-বাদীরা তাদের শিরোনাম ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করে, তখন বিবাদী-বাদীরা লিখিত বিবৃতিতে কয়েকটি বাক্য আলাদা করতে পারে না এবং লিখিত বিবৃতির সেই অংশগুলির সুবিধা নিতে পারে যা তাদের পক্ষে অনুকূল। আবেদনকারী-বিবাদীদের দায়ের করা লিখিত বিবৃতিটি পুরোপুরি পড়তে হবে। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, লিখিত বিবৃতির অনুচ্ছেদ নং (২)-এ আপিলকারী-বিবাদীরা বলেন যে, জমিগুলি নিষ্পত্তির সময় রামরাজ সিং-এর মালিকানাধীন ছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে চাষ করার মতো অবস্থানে ছিলেন না, তাই জমিগুলি বাতাই-ফসল ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের-বাদীদের বাবাকে চাষের জন্য দেওয়া হয়েছিল। আরও বলা হয় যে, তৎকালীন হালকেদার বিতর্কিত জমির ক্ষেত্রে ইজারা বাতিল করেছিলেন, এবং সেই জমি নিলাম করা হয়েছিল যাতে বিবাদীদের বাবা গয়া দিন-এর দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল এবং বিতর্কিত জমিগুলি তাঁর নামে হস্তান্তর করা হয়েছিল। গয়া দিনের নামে জমির ইজারা জারি করা হয়েছিল। আসামীদের স্বীকারোক্তি

বাদীর বাবার ইজারা সম্পর্কে পূর্বে উত্তরদাতাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। বাদীদের দ্বারা দায়ের করা আবেদন এবং মৌখিক ও ডকুমেন্টারি প্রমাণের আলোকে, লিখিত বিবৃতিতে স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও, উত্তরদাতা-বাদীদের উপর এই প্রমাণ করার ভার রয়েছে যে পট্টা-ইজারা তাদের পক্ষে অব্যাহত রয়েছে এবং তারা পাতার ধারক এবং মামলা সম্পত্তির অব্যাহত দখলে রয়েছে।

১৬. পিডব্লিউ-১ তাঁর জেরা চলাকালীন বলেছিলেন যে তাঁর বাবা মামলা দায়েরের প্রায় চল্লিশ বছর আগে জব্বলপুর চলে গিয়েছিলেন। জেরা চলাকালীন পিডব্লিউ-১ অবশ্য এই পরামর্শ অস্বীকার করেছিলেন যে তাঁর বাবা জব্বলপুর চলে গেলে তিনি বিতর্কিত জমি পাওয়াইদারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে সমস্ত নথি ইলাগেদার রেখেছিলেন। পিডব্লিউ-১-বিশ্বনাথ এবং পিডব্লিউ-২-রাম গোপালের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বনাথের বাবা মামলা দায়েরের চল্লিশ বছর আগে জব্বলপুর বসবাস শুরু করেছিলেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। যুক্ত করা প্রমাণের আলোকে, বিচার আদালত আসামীদের মামলাটি যথাযথভাবে গ্রহণ করে যে, ১৯৮৬ সালের (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ) সংবাদে, স্যুট জমি এবং অন্যান্য জমি ইজারা দেওয়ার জন্য পাওয়াইদার কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিলামে, গয়া দিনের দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অন্যান্য জমি সহ স্যুট সম্পত্তি গয়া দিনকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। আমরা আবেদনকারীদের জন্য যোগ্য প্রবীণ আইনজীবীর জমা দেওয়ার মধ্যে সত্যতা খুঁজে পাই যে যদি জমিগুলি উত্তরদাতাদের-বাদীদের পিতা দ্বারা এতটা পরিত্যক্ত না রেখে দেওয়া হত, তবে পাওয়াইদারের পক্ষে মামলা জমির ইজারা নিলাম করা এবং গয়া দিনের পক্ষে জমি ইজারা দেওয়া সম্ভব হত না।

১৭. আপিলকারী-বিবাদীদের মামলা যে, সামভার ১৯৮৬ (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ)-এ, স্যুট জমি এবং অন্যান্য জমির ইজারা দেওয়ার জন্য পাওয়াইদার কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিলামে, অন্যান্য জমি সহ স্যুট সম্পত্তি গয়া দিনকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল, তা রাজস্ব রেকর্ড এবং পর্যাপ্ত প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে। পাওয়াইদার গয়া দিনকে পট্টা দেওয়ার বিষয়ে সরকারী নথিতে প্রবেশের অনুমোদন দিয়েছিলেন। আপিলকারী-বিবাদীরা তাদের পট্টা-এক্স. ডি-২০ উপস্থাপন করেছিলেন যা বিবাদী-বাদী (এক্স. পি-২১) দ্বারাও উপস্থাপিত হয়েছে। এক্স ডি-২০ হল শ্রী রাই সাহেব চুরহাট, হালকা পাটোয়ারি নং ১, অঞ্চল চুরহাট, রাজ্য রেওয়া, অবস্থান মাউজা কোথেরের অনুসারে পট্টা কাশতকারি, যা কৃষি উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা স্যুট সম্পত্তির জন্য কৃষক/কৃষক হিসাবে গয়া দিন নামে ১৯৮৬ সালের সামভাতে রয়েছে। প্রাক্তন ডি-২০ থেকে দেখা যায় যে তাহসিলদার নং ১৪৬/১৯৬০ তারিখ ২১.১১.১৯৬০ অনুসারে, পাওয়াইদারকে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে

সরকারি সিরিয়ালে প্রবেশ করুন। তাহসিলদারের অনুযায়ী, পাওয়াই খসরায় সেই অনুযায়ী প্রবেশ করা হয়েছে, যা পাটওয়ারি কর্তৃক পি- ঘ-২০, -এ ১০.০১.১৯৬১ তারিখের অনুমোদন থেকে স্পষ্ট।

১৮। গয়া দিনের পক্ষে প্রাক্তন ডি-২০-পাট্টা ১৯২৯ সালে গয়া দিনকে বৈধভাবে মঞ্জুর করা হয়েছিল। তাহসিলদার কর্তৃক জারি করা উল্লিখিত নথিগুলি আবেদনকারীদের হেফাজত থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এর বিষয়বস্তুগুলি দেখায় যে সরকারী রেকর্ড অনুসারে, জমিগুলি গয়া দিনকে দেওয়া হয়েছিল। নথিগুলি ত্রিশ বছরেরও বেশি পুরানো হওয়ায়, বিচার আদালত যথাযথভাবে পি- ঘ-২০- আসল বলে ধরে নিয়েছিল। তখন এই অনুমান প্রত্যাখ্যান করা উত্তরদাতাদের উপর নির্ভর করেছিল। এটি উত্তরদাতাদের-বাদীদের দ্বারা বিতর্কিত হয়নি।

১৯। পি-ঘ -২০ ত্রিশ বছরের পুরনো নথি হওয়ায় এর সত্যতা সম্পর্কে অনুমানের জন্ম দেয়। উত্তরদাতা-বাদীদের যুক্তি হল যে সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারার কোনও প্রয়োগ নেই পি-ঘ-২০-এর ক্ষেত্রে এবং নথির বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে অনুমান উত্থাপন করা যায় না। সাক্ষ্য আইনের ৯০ ধারা আদালতকে ত্রিশ বছরের পুরনো নথির সত্যতা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ অনুমান করতে সক্ষম করে। ৯০ ধারায় বলা হয়েছে যে আদালত "অনুমান করতে পারে" যে নথিটি আসল। যেহেতু গয়া দিবসের পক্ষে প্রদত্ত পাট্টা ১৯৮৬ সালের (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ), যা ত্রিশ বছরেরও বেশি পুরনো, তাই ৯০ ধারা নথির সত্যতা সম্পর্কে অনুমান উত্থাপন করে। কেবল জালিয়াতির অভিযোগ এই অনুমানকে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট হবে না তা প্রমাণ আইনের ৯০ ধারার অধীনে অভিযুক্ত।

২০। উত্তরদাতা-বাদীরা বেশ কয়েক বছরের খসরার অনুলিপিউপস্থাপন করেছেন। তবে, শুধুমাত্র বছরগুলির জন্য খসরার অনুলিপিগুলি ১৯৫৫-৫৬ (পিপি-৯) এবং ১৯৫৬-৫৭ (পিপি-১০) উত্তরদাতা-বাদীদের নামে রয়েছে; এবং পূর্ববর্তী খসরাগুলিতে ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ (পিপি-৮) এবং পরবর্তী খসরাগুলিতে ১৯৬০-৬১ (পিপি-১২), ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৫-৬৬ (পিপি-১৩), ১৯৬৮-৬৯ (পিপি-১৪) এবং ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৫ (পি-ঘ-২) পর্যন্ত, এন্ট্রিগুলি আবেদনকারীদের-আসামীদের বাবার নামে রয়েছে। ইজারা দেওয়া হয়েছিল হনুমান দিন এবং দিন দিন দিন-এর পক্ষে এবং তিনি ক্রমাগত রাজস্ব রেকর্ডগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

২১। বাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত বছর ১৯৫২-৫৩ (পি-পি-২)-এর জন্য খাতাউনির পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, আবেদনকারী-আসামীরা বছর ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ (পিপি-৮) পর্যন্ত মামলার জমির দখলে রয়েছে।

এবং তার পরে, পরবর্তী খসরা ১৯৬০-৬১। খসরা ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫-এ উল্লেখ করা আপিলকারী-আসামীদের নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হল বিন্ধ্য প্রদেশ জায়গির এবং ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫২ (বিন্ধ্য প্রদেশ আইন) ৩০.০৭.১৯৫৩-এ কার্যকর হয়েছিল। পি-ঘ-২০ (পিপি-২১)-আবেদনকারী-আসামীদের পূর্বসূরীদের পক্ষে লিজ দেওয়া হয়েছিল, যেমন রেওয়া রাজ্য মালগুজারি এবং কাশতকারি আইন, ১৯৩৫ (রেওয়া ভূমি রাজস্ব ও ভাড়াটে আইন, ১৯৩৫)-এর ধারা ৪৪-এর অধীনে পাওয়াইদার দ্বারা গয়া দিন। তাই বিচার আদালত যথাযথভাবে বলেছিল যে ইজারা (এক্স. ডি-২০) বৈধ এবং আপিলকারী-আসামীরা প্রমাণ করেছে যে জমির ইজারা আইনত ইলাগেদার দ্বারা তাদের বাবার পক্ষে দেওয়া হয়েছিল।

২২। কয়েক বছর ধরে আপিলকারীদের দ্বারা উপস্থাপিত রাজস্ব নথিগুলি আবেদনকারীদের মামলাটিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে যে পট্টা (প্রাক্তন ডি-২০) তাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তারা বেশ কয়েক বছর ধরে মামলা সম্পত্তির দখলে রয়েছে। মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি প্রমাণ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে উত্তরদাতাদের-বাদীদের বাবা মামলা সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছেন, যার অনুসরণে, নিলাম পাওয়াইদার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং গয়া দিনের পক্ষে ইলাগেদার দ্বারা ইজারা জারি করা হয়েছিল এবং তিনি মামলা সম্পত্তির অবিচ্ছিন্ন দখলে ছিলেন।

২৩। অভিযোগপত্রে বিবাদী/বাদীরা অভিযোগ করেছেন যে প্রাক্তন ডি-২০-পাট্টা একটি জাল। ৪ নং অনুচ্ছেদে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিবাদী/বাদীদের বাবার অজান্তে, বিবাদীদের বাবা গয়া দিন অবৈধ উপায়ে জলগা চুরহাটের কাছ থেকে ইজারা পেয়েছিলেন এবং গয়া দিন কখনই সম্পত্তির দখলে ছিলেন না। বিবাদী-বাদীরা প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি উপস্থাপন করেননি যে প্রাক্তন ডি-২০সা জাল করেছে। এক জায়গায় বাদীরা দাবি করেছেন যে বাদী এবং তাদের বাবার অজান্তে গয়া দিন অবৈধ উপায়ে ইলাগা থেকে বিতর্কিত জমি ইজারা পেতে সফল হয়েছিলেন; যেখানে অনুচ্ছেদ নং (৫)-এ, বিবাদী-বাদীরা অভিযোগ করেছেন যে নথিটি জাল। প্রকৃতপক্ষে, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, উত্তরদাতারা নিজেরাই আবেদনকারী-বিবাদীদের পক্ষে অনুমোদিত পক্ষ দাখিল করেছেন। এটি লক্ষণীয় যে বিশ্বনাথ বৈরাথ গ্রামে অবস্থিত জমি নম্বর ৪১,১৩১,১৬২,১৬৩ এবং ১৬৪-এর ক্ষেত্রে এলাকা (পট্টা) পরিদর্শনের জন্য একটি আবেদন করেছিলেন। কালেক্টর

রাজস্ব পরিদর্শকের প্রতিবেদন এবং রাজস্ব পরিদর্শকের প্রতিবেদন (প্রাক্তন পি-৩) অনুসারে, যদিও রাম সহায় ও রামেশ্বরের নাম উক্ত জমির মালিক হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তবে উপরোক্ত জমির নম্বরের পট্টা ইল্লাগা গয়া দিনের নামে নিবন্ধিত পাওয়া গেছে। রাজস্ব পরিদর্শকের প্রতিবেদনে তাহসিলদারের জারি করা ২১.১১.১৯৬০ তারিখের র মাধ্যমে প্রদত্ত পাট্টা সম্পর্কিত এন্ট্রি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আবেদনকারীদের হনুমান দিন-পূর্বসূরীর দখলে থাকা ১০.০১.১৯৬১-এ সংশ্লিষ্ট পাটোয়ারি দ্বারা তৈরি খসরায় প্রবেশকেও বোঝায়। প্রাক্তন পি-৩-রাজস্ব পরিদর্শকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পট্টা-এক্স। ডি-২০ গয়া দিনের পক্ষে মঞ্জুর করা হয়েছিল।

২৪। আপিলকারীদের পক্ষে ধারাবাহিকভাবে যে এন্ট্রিগুলি রয়েছে সেগুলি কেবলমাত্র দুই বছরের জন্য উত্তরদাতাদের পক্ষে এন্ট্রিগুলির চেয়ে অগ্রগতিতে উপেক্ষা করা উচিত নয়। উপরন্তু, বেশ কয়েকবার রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের আলোকে, উত্তরদাতাদের নামে উল্লিখিত এন্ট্রিগুলি আসল বলে বলা যায় না। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট ১ জন আপিলকারীর নামে প্রদত্ত প্রাক্তন পি-২১ (পি- ঘ-২০) পট্টা এবং রাজস্ব পরিদর্শকের (প্রাক্তন) প্রতিবেদনের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি বাতিল করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না। পি-৩) যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে পট্টা ইল্লাগা গয়া দিনের নামে রয়েছে এবং রাজস্ব নথিতে বেশ কয়েকটি নথি আবেদনকারীদের নামে রয়েছে। উত্তরদাতা-বাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত বিপরীত প্রমাণের অনুপস্থিতিতে, বিচার আদালত যথাযথভাবে রায় দিয়েছে যে আবেদনকারীরা মামলা সম্পত্তির ক্রমাগত দখলে রয়েছে এবং মামলা দায়ের করার আগে মামলা সম্পত্তির উপর উত্তরদাতারা তাদের অধিকার প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৫। পি-ঘ-১-অর্ডার অফ দ্য কমিশনার ডেটিং ১৭.০৭.১৯৭৩: আপিলকারীদের বাবা-হনুমান দিন দ্বারা শুরু করা কার্যধারায়, বাদী-উত্তরদাতাদের-বিশ্বনাথ, শিবনাথ এবং জয়রাজ কুমারীর নির্দেশে গাস্তি-খসরা-তে পাটোয়ারিকে অন্তর্বর্তী করার অভিযোগ করে জেলা কালেক্টরের কাছে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। খসরা নম্বরের ক্ষেত্রে। ১৩১,১৫১,১৬১,১৬২,১৬৩ এবং ৪১১। কমিশনারের টি তাহসিলদার দ্বারা জারি করা কে বোঝায় যা ২৮.০৭.১৯৭১ আপিলকারীদের বাবা হনুমান দিনের পক্ষে এন্ট্রিগুলি বহাল রাখে এবং বাদী-উত্তরদাতাদের দাবি খারিজ করে। সংশ্লিষ্ট খসরা ব্যক্তিগতভাবে পর্যালোচনার পর, তাহসিলদার বলেন যে বাদী-উত্তরদাতাদের পক্ষে করা বছরগুলিতে ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত এন্ট্রিগুলি পরবর্তীকালে করা হয়েছিল এবং তাহসিলদার -এর পক্ষে খসরা এন্ট্রিগুলির সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন

আপিলকারীর বাবা। সংশোধনে কালেক্টর তাহসিলদারের তারিখ ২৮.০৭.১৯৭১ -এর উক্ত বহাল রাখেন।

২৬. কালেক্টরের র বিরুদ্ধে সংশোধন করে, কমিশনার ২য় তারিখের র মাধ্যমে তাহসিলদারের বহাল রেখে বলেন যে, ১ম তারিখের এস. ডি. ও-র প্রতিবেদন এবং ৩য় তারিখের তাহসিলদারের পর্যালোচনার মাধ্যমে পাটোয়ারির দুষ্টুমি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই গুলি বাদী-উত্তরদাতাদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি এবং তাদের উপর বাধ্যতামূলক। কমিশনারের র প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ

"শ্রী জগৎ স্বরূপের আদালতে, কমিশনার রেওয়া ডিভন,

রেওয়া, এমপি

মামলা নং ৫২/ক ৬১/৭১-৭৩: তারিখ ১৭.০৭.১৯৭৩

২. নিম্ন আদালতের নথি পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে, এন. এ. হনুমান গোপাদবানাস তহসিলের গ্রাম বৈরথের খাসরা (নং .১৩১,১৫১,১৬১,১৬২,১৬৩ এবং ৪১) সম্পর্কে গশতি-খাসরাতে পাটোয়ারির হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে কালেক্টর সিদ্ধির কাছে (১৯.০৯.১৯৬৯) তারিখের একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। আবেদনটি তদন্তের জন্য এসডিও-র কাছে পাঠানো হয়েছিল। এসডিও তার (২১.১০.১৯৬৯) তারিখের রিপোর্টের মাধ্যমে রিপোর্ট করেছিলেন যে অভিযোগগুলি সত্য এবং পাটোয়ারি গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী ছিলেন। হস্তক্ষেপের অভিযোগটি যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। কালেক্টরও প্রতিবেদনটি সত্য বলে খুঁজে পেয়েছেন, তবে দিয়েছেন যে সংশোধনের দেওয়ার আগে তহসিলারকে বিপরীত পক্ষের কথা শুনতে হবে (২৩.১০.১৯৬৯ তারিখের অর্ডার শীট)। তহশিলদার তদন্ত করেন এবং নথি এবং মৌখিক প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর তারিখের ২৮.০৭.১৯৭১ অনুসারে বছরের ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৮-৬৯-এর জন্য খসরা এন্ট্রি সংশোধনের নির্দেশ দেন। এসডিও-র তারিখের ২১.১০.১৯৬৯ রিপোর্ট এবং ২৮.০৭.১৯৭১-এর র পর্যালোচনায় জানা যায় যে পাটোয়ারির দুষ্টুমি সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়েছিল। তহশিলদারের দ্বারা প্রদত্ত কে প্রশাসনিক প্রকৃতির হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং এম. পি. ভূমি রাজস্ব কোড, ১৯৫৯, -এর ধারা ৫০-এর অধীনে বাতিল করা যাবে না।

৩। যতদূর পর্যন্ত এম. পি. ভূমি রাজস্ব কোড, ১৯৫৯-এর ধারা ৫০-এর অধীনে বর্তমান কার্যধারা সম্পর্কিত, তারা মিথ্যা বলে না।

প্রশাসনিক ভাবে, আমি তহশিলদার কর্তৃক গৃহীত ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের টি সমর্থন করি, কারণ এটি অপ্রাপ্য যুক্তির উপর ভিত্তি করে। সর্বোপরি, পাটোয়ারি কৃষকদের ভাগ্যের চূড়ান্ত সালিসকারী হতে পারেন না।"

কমিশনারের উপরোক্ত এবং অন্যান্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট যে বাদী-উত্তরদাতারা পাটোয়ারির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজস্ব এন্ট্রিতে অন্তর্বর্তীকরণ করেছেন এবং তাদের নামে রাজস্ব এন্ট্রি নথিভুক্ত করেছেন। হাইকোর্ট এবং প্রথম আপিল আদালত কমিশনারের পি- ঘ-১- যথাযথ দৃষ্টিকোণ বিবেচনা না করে ভুল করেছে।

২৭. অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়ার জন্য দায়ের করা আবেদনঃ-প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদিও রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সামনে 'গুরুত্বপূর্ণ কার্যধারায়' র সংখ্যা পাস করা হয়েছিল, তবুও কেন উত্তরদাতা-বাদীরা তখন এবং সেখানে এটিকে চ্যালেঞ্জ করেননি। আসল সত্যটি হল যে উত্তরদাতা-বাদীরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন কে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং হেরে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, সেই নথিগুলি আপিলকারী-প্রতিবাদীরা নীচের আদালতে দাখিল করেননি। এই আদালতের আগে, আপিলকারী-প্রতিবাদীরা তিনটি অতিরিক্ত নথি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন যা নায়েব তহশিলদার কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ ০১.০৯.১৯৬২, তাহসিলদারের তারিখ ২৮.০৭.১৯৭১ এবং কালেক্টরের তারিখ ২১.১১.১৯৭২-এর । আবেদনকারীদের মতে প্রাসঙ্গিক তিনটি নথি হলঃ-

ক্রমিক	নথি	মন্তব্য
১	০১.০৯.১৯৬২ – গোপাদ বানাস-এর নাইব তহশিলদারের , মামলাটি দায়ের করেছিলেন শিবনাথ (রাম সহায়ের পুত্র) ও শিবনাথ (রমেশ্বরের পুত্র); মধ্যপ্রদেশ ভূমি রাজস্ব বিধি, ১৯৫৯-এর ধারা ২৫০ অনুযায়ী	আবেদন খারিজ করা হয় এই মর্মে যে, তহশিলদার গয়া দিন (আপিলকারী-বিবাদীর পিতা)-এর পক্ষে পট্টা ইস্যু করেছিলেন
২	২৮.০৭.১৯৭১ – তহশিলদার, গোপাদ বানাস-এর , দেওয়ানি মামলা নং ২৬ এ৭৪/৭০-৭১, মামলাটি দায়ের করেছিলেন হনুমান (গয়া দিন-এর পুত্র)	-
৩	২১.১১.১৯৭২ – কালেক্টর, জেলা সিদ্দির	-

উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছিলেন যে আপিল আদালতে অতিরিক্ত প্রমাণ জমা দেওয়ার জন্য একটি স্পষ্ট বাধা রয়েছে

আদেশ এক্সএলআই বিধি ২৭ সিপিসির অধীনে বর্ণিত পরিস্থিতি সাপেক্ষে এবং আবেদনকারীদের দায়ের করা আবেদনে এমন কোনও পরিস্থিতি নির্ধারণ করা হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে লিখিত বিবৃতিতে এই বিষয়ে কোনও আবেদন করা হয়নি এবং যদি অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়ার আবেদনটি অনুমোদিত হয় তবে এটি প্রায় ঊনচল্লিশ বছর পরে দায়ের করা মামলার নতুন বিচারের সমান হবে। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে যখন এই নথিগুলি বিচার আদালতে বা প্রথম, আপিল আদালতে বা হাইকোর্টের সামনে দায়ের করা হয়নি, তখন সুপ্রিম কোর্ট অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে দায়ের করা নথিগুলি গ্রহণ করতে পারে না। তার যুক্তির সমর্থনে, বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী কারেওয়া এবং অন্যান্যদের উপর নির্ভর করেছিলেন। হুসেনসাব খানসাহিব ওয়াজান্ত্রি এবং অন্যান্যরা (২০০২) ১০ এস. সি. সি. ৩১৫ এবং রূপ চাঁদ বনাম গোপী চাঁদ থেলিয়া (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি. ৩৮৩ এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত।

২৮. পি. সি-র এক্স. এল. আই বিধি ২৭-এর অধীনে, মৌখিক বা ডকুমেন্টারি যাই হোক না কেন, অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের অনুমতি কেবল তিনটি পরিস্থিতিতে দেওয়া হয় যা হলঃ (১) যেখানে বিচার আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল যদিও এটি গ্রহণ করা উচিত ছিল; (২) যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও পক্ষের কাছে 'প্রমাণ' উপলব্ধ ছিল না; এবং (১) আপিল আদালতকে অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন ছিল যাতে এটি রায় ঘোষণা করতে সক্ষম হয় বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য কারণের জন্য। আপিলকারী নিম্ন আদালতে প্রাসঙ্গিক নথি উপস্থাপন করতে অধ্যবসায়ী না হলে অতিরিক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য আবেদন অনুমোদিত হতে পারে না। যাইহোক, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং সন্তোষজনক কারণ দেওয়া হলে, আদালত অতিরিক্ত নথি পেতে পারে।

২৯. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ইব্রাহিম উদ্দিন ও অন্য, (২০১২) ৮ এস. সি. সি ১৪৮ মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

''৩৬. সাধারণ নীতি হল যে, আপিল আদালত নিম্ন আদালতের নথির বাইরে যাবে না এবং আপিলের ক্ষেত্রে কোনও প্রমাণ গ্রহণ করতে পারবে না। তবে, ব্যতিক্রম হিসাবে, ৪১ নং র ২৭ নং বিধির সিপিসি আপিল আদালতকে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করতে সক্ষম করে। আপিল আদালত অতিরিক্ত প্রমাণের অনুমতি দিতে পারে এবং কেবল তখনই যদি এই নিয়মে বর্ণিত শর্তগুলি বিদ্যমান থাকে। পক্ষগুলির অধিকার হিসাবে, এই ধরনের প্রমাণ গ্রহণের অধিকার নেই। সুতরাং, বিধানটি প্রযোজ্য হয় না, যখন নথিতে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে আপিল আদালত সন্তোষজনক রায় দিতে পারে। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আদালতের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে এবং তা সংযতভাবে ব্যবহার করতে হবে। যেমন

ভিডিও কে. ভেঙ্কটরামাইয়া বনাম এ. সীতারামা রেড্ডি এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৫২৬, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ গ্রেটার বোম্বে বনাম লালা পঞ্চম এ. আই. আর ১৯৬৫ এস. সি ১০০৮, সুন্দা রাম বনাম রামেশ্বরলাল (১৯৭৫) ৩ এস. সি. সি ৬৯৮ এবং সৈয়দ আব্দুল কাদের বনাম রামি রেড্ডি (১৯৭৯) ২ এস. সি. সি ৬০১।)

৩৭। আপিল আদালতকে সাধারণত নতুন প্রমাণ পেশ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যাতে কোনও পক্ষ আপিলের ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয় উত্থাপন করতে সক্ষম হয়। একইভাবে, যদি কোনও পক্ষ যার উপর একটি নির্দিষ্ট বিষয় প্রমাণ করার দায়িত্ব থাকে সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তবে তার প্রমাণ পেশ করার নতুন সুযোগ পাওয়ার অধিকার নেই, কারণ আদালত এই জাতীয় মামলায় তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করতে পারে এবং রায় ঘোষণা করতে সক্ষম করার জন্য কোনও অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। (হাজী মহম্মদ ইসাক বনাম মহম্মদ ইকবাল এবং মহম্মদ আলী অ্যান্ড কোং (১৯৭৮) ২ এস. সি. সি ৪৯৩)

৪০। পক্ষের অসাবধানতা বা জড়িত আইনি বিষয়গুলি বোঝার অক্ষমতা বা কোনও উকিলের ভুল পরামর্শ বা কোনও উকিলের অবহেলা বা পক্ষ কোনও নথির গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি এই নিয়মের অর্থের মধ্যে একটি "উল্লেখযোগ্য কারণ" গঠন করে না। নিছক সত্য যে নির্দিষ্ট প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ, তা আপিলে সেই প্রমাণ স্বীকার করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি নয়।''

''৪৭. যেখানে অতিরিক্ত প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে তা মামলার উপর সন্দেহের মেঘকে সরিয়ে দেয় এবং মামলার মূল বিষয়টির উপর প্রমাণের প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থ স্পষ্টভাবে এটিকে বাধ্যতামূলক করে তোলে যে এটিকে রেকর্ডে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, এই ধরনের আবেদন অনুমোদিত হতে পারে।

৩০। ১৭.০৭.১৯৭৩ তারিখের কমিশনারের ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের এবং ২১.১০.১৯৬৯ তারিখের এস. ডি. ও-র রিপোর্টও উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের পেতে আগ্রহী। তাহসিলদারের কাছে দায়ের করা দেওয়ানি স্যুট নং ২৬ক৭৪/৭০-৭১-এ তাহসিলদারের থেকে দেখা যায় যে হনুমান দিন-আবেদনকারী কালেক্টর, সিদ্ধির কাছে আবেদন করেছিলেন যে তিনি বৈরাথ গ্রামের জমি নম্বর ১৩১,১৫১,১৬১,১৬২,১৬৩,৪১-এর জমির মালিক-কৃষক এবং

জমি দখল এবং আবেদনকারী নন এমন ব্যক্তিরা (বিশ্বনাথ, শিবনাথ এবং জয়রাজ কুমারী) শ্রী বাঁশ বাহাদুর সিং, পাটোয়ারির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজস্ব এন্ট্রিতে তাদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন এবং এন্ট্রিগুলি সংশোধন করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এসডিওর কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন ডাকা হয়েছিল যিনি বিশদ তদন্ত করেছিলেন এবং একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। এসডিওর এই ধরনের তদন্ত এবং ২১.১০.১৯৬৯ তারিখের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, তহশিলদার রায় দিয়েছিলেন যে ৪১,১৩১,১৬২,১৬৩ নম্বর জমির ক্ষেত্রে আবেদনকারী নন এমন ব্যক্তিদের (বিশ্বনাথ, শিবনাথ, জয়রাজ কুমারী) দখল সম্পর্কিত এন্ট্রি 'পরবর্তীকালে তৈরি করা হয়েছিল এবং এর অধীনে রাখা হয়েছিলঃ

"৯. যতদূর ১৯৬৮-৬৯ সাল বা তার আগের খাসরা এন্ট্রিগুলির সংশোধনের প্রশ্ন, প্যারা ৮ অনুযায়ী আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং অতএব, তার পরবর্তী বছরের এন্ট্রি নিয়ে কোনো বিরোধের প্রশ্নই ওঠে না। আমি নিজে ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালের খাসরা নথি পর্যালোচনা করেছি এবং দেখি যে, জমি নম্বর ৪১ সম্পর্কিত খাসরার ১২ নম্বর কলামে তদন্তের সময় "বিশ্বনাথ, শিবনাথ কুর্মি, বাসিন্দা দেহ ৪১/১.৩৯" এই নামগুলি পৃথকভাবে এবং পরে যুক্ত করা হয়েছে।... এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, অপ্রার্থীরা—বিশ্বনাথ, শিবনাথ ও জয়রাজ কুর্মি—জমি নম্বর ৪১, ১৫১, ১৬২ ও ১৬৩-এর দখলের যে এন্ট্রি রয়েছে, তা পরে সংযোজিত।

"১০. এখন দেখা প্রয়োজন, বিতর্কিত বছরের আগেও কার দখলে ছিল উক্ত জমি। এই বিষয়ে কোনো পক্ষই কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেনি। ন্যায়ের স্বার্থে, আমি ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালের খাসরা চেয়ে এনেছি এবং পর্যালোচনায় দেখি, জমি নম্বর ১৩১ ছাড়া অন্য কোনো জমির ক্ষেত্রে অপ্রার্থীদের দখল দেখা যায় না। এই পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট যে, বিতর্কিত জমি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পটওয়ারি তার অবসর গ্রহণের আগে জালিয়াতি করেছেন।

এইভাবে, ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে জমি নম্বর ৪১, ১৫১, ১৬১, ১৬২ ও ১৬৩-এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের দখল সম্পর্কিত এন্ট্রিগুলি সংশোধিত হয়ে অপ্রার্থীদের স্থলে রেকর্ডভুক্ত হবে, ১৯৬২-৬৩ সালের এন্ট্রির ভিত্তিতে।"

৩১. মামলাকারী-প্রতিকারপ্রার্থীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানান।

দেওয়ানি স্যুট নং ২৬ক৭৪/৭০-৭১-এ ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তহশিলদারকে অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না এবং যেহেতু উল্লিখিত নথিগুলি বিচার আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি বা লিখিত বিবৃতিতে সেই নথিগুলির উল্লেখ ছিল না বলে বিবেচনা করা যায় না। আমরা এই যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না যে ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তহশিলদারের টি এই ভিত্তিতে খতিয়ে দেখা যায় না যে সেগুলি বিচার আদালতের সামনে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়নি। প্রাক্তন নং ৫২ক> ৬১/৭১-৭৩ হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রে রেওয়া কমিশনারের । ১৭.০৭.১৯৭৩ তারিখের ডি-১ তাহসিলদারের তারিখ ২৮.০৭.১৯৭১-এর র একটি স্পষ্ট উল্লেখ করে। যেহেতু পি-ঘ-(১৭.০৭.১৯৭৩)-এ ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের র উল্লেখ রয়েছে, তাই এটি অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের র মূল ইস্যুর সাথে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে, এটি অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু পি-ঘ-১ তাহসিলদারের র উল্লেখ করে, আমাদের মতে, অতিরিক্ত নথি হিসাবে ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই এবং তা বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু তাহসিলদারের টি ১৭.০৭.১৯৭৩ (পি- ঘ-১) তারিখের কমিশনারের উল্লেখ করা হয়েছে, তাই আমাদের মতে, এটি নতুন মামলা প্রবর্তনের প্রভাব ফেলবে না যার জন্য অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন হবে। যতদূর পর্যন্ত অন্য দুটি অতিরিক্ত নথি, যথা, নাইব তাহসিলদারের তারিখ ০১.০৯.১৯৬২-এমপিভূমি রাজস্ব কোডের ধারা ২৫০ এর অধীনে দায়ের করা মামলায় জারি করা এবং ২১.১১.১৯৭২ তারিখের জেলা কালেক্টরের , সেগুলি শর্তসাপেক্ষ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় না।

৩২। ১৭.০৭.১৯৭৩ তারিখের কমিশনারের ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফলে এমপিকোডের ২৫০ ধারার অধীনে বাদী-উত্তরদাতাদের পূর্বসূরীদের দায়ের করা মামলাটি উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বাদী-উত্তরদাতারা গয়া দিন/হনুমান দিনের পক্ষে ইজারা চ্যালেঞ্জ করতে সফল হয়েছিলেন। এই নথিটি নীচের আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি এবং এখন কেবল অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, আমরা অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে এই নথিটি গ্রহণ করতে আগ্রহী নই। আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট কমিশনারের (প্রাক্তন) রেকর্ড করা সুনির্দিষ্ট ফলাফলগুলি বিবেচনা না করে ভুল করেছে পি ডি-১ যে বাদী-উত্তরদাতারা পাটোয়ারির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজস্ব নথিতে এন্ট্রি পেয়েছিলেন এবং পাটোয়ারি গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী ছিলেন।

৩৩। সীমাবদ্ধতা: উত্তরদাতাদের মামলাটি মামলা জমির মালিকানা এবং ফলস্বরূপ দখলের ঘোষণার জন্য ছিল। মামলাটি ১৭.১০.১৯৭৫-এ দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা যুক্তি দেখান যে মামলাটি হতাশাজনকভাবে সময়সাপেক্ষ কারণ তাদের মতে, ১৯২৯ সালে প্রথমবার পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়েছিল, যখন আবেদনকারীদের পিতামহ গয়া দিনের পক্ষে পট্টা জারি করা হয়েছিল এবং তারপর ১৯৩৫ সালে, যখন রেওয়ার মহারাজা দ্বারা আইনটি জারি করা হয়েছিল এবং তারপর ১৯৫২ সালে, যখন জাগিরদারি বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং হনুমান দিন জায়গিরদারের পরিবর্তে রাজ্যের ভাড়াটে হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ০২.১১.১৯৬০-এ, যখন তহশিলদার হনুমান দিনের নামটি ভূমিস্বামী হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন। মামলাটি খারিজ করে দিয়ে বিচার আদালত বলে যে, বিবাদীদের দখল বা বাদীদের বিতাড়নের বারো বছরের মধ্যে বিবাদী/বাদীদের অবশ্যই মামলা দায়ের করতে হবে। অভিযোগপত্রে বিবাদীরা বলেছেন যে, তাঁরা গয়া দিবসের পক্ষে জমি ইজারা দেওয়ার বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে, যেখানে প্রথম আপিল আদালত বলেছিল যে মামলাটি বারো বছরের সীমার মধ্যে ছিল। যেহেতু আমরা বিষয়টিকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছি, তাই আমরা সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটিতে যেতে আগ্রহী নই।

৩৪। বিন্ধ্য প্রদেশ জায়গির ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫২-এর ধারা ৫ অনুসারে, তৎকালীন বিন্ধ্য প্রদেশ সরকার ১ তারিখে সমস্ত জায়গির জমি পুনরায় চালু করেছিল। সেই তারিখে, ইলাগেদার অনুমোদিত ছিল না এবং পট্টা জারি করার এখতিয়ারও ছিল না। রেওয়া ভূমি রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৫ (রেওয়া আইন) এবং বিন্ধ্য প্রদেশ আইন, ১৯৫২-এর বিধানের আলোকে বিতর্কের যোগ্যতা বিবেচনা করতে হবে।

৩৫। আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী বলেছিলেন যে ১৯২৯ সালে রেওয়া রাজ্যে কোনও বিধিবদ্ধ রাজস্ব আইন ছিল না। ১৯৩৫ সালে রেওয়ার মহারাজা রেওয়া ভূমি রাজস্ব ও ভাড়াটে আইন, ১৯৩৫ জারি করেছিলেন। রেওয়া আইনের ২য় ধারা পূর্ববর্তী সমস্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি, বিধি, বিজ্ঞপ্তি, , বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি বাতিল করে দেয় যা উক্ত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে এর অধীনে নেওয়া পদক্ষেপগুলি সংরক্ষণ করে। সুতরাং, উক্ত আইনের অধীনে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যেমন পট্টা প্রদান ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আবেদনকারী-আসামীদের ক্ষেত্রে রেওয়া আইনের ২য় ধারার ভিত্তিতে, গয়া দিনকে পট্টা মঞ্জুর করা হয়। এটিও তাদের মামলা যে রেওয়া আইনের ৩ নং ধারা বিদ্যমান কার্যধারা এবং এর পিতৃপুরুষদের রক্ষা করেছে

উত্তরদাতারা রেওয়া আইনের ১৬ ও ১৪২ ধারার অধীনে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। তবে, তারা এই আইনের উল্লিখিত বিধানগুলির অধীনে কোনও কার্যধারা শুরু করেননি। ১৯৪৮ সালে, রেওয়া রাজ্য ভারতের সাথে যোগ দেয় এবং বিন্ধ্য প্রদেশ রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালে, বিন্ধ্য প্রদেশ সরকার বিন্ধ্য প্রদেশ জায়গির ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫২ দ্বারা জায়গিরদারি ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। 'বিন্ধ্য প্রদেশ আইনের ২৬ ধারার অধীনে, আবেদনকারীদের বাবা' হনুমান দিন জায়গিরদারের জায়গায় রাজ্যের সরাসরি ভাড়াটে হন এবং আইনের ২৮ ধারার অধীনে তিনি একজন প্যাটেদার-ভাড়াটে হয়ে যান।

৩৬। রাজ্য পুনর্গঠন আইন, ১৯৫৬ দ্বারা, পূর্ববর্তী বিন্ধ্য প্রদেশ রাজ্য বৃহত্তর মধ্যপ্রদেশের একটি অংশ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে, মধ্য প্রদেশ রাজ্য এম. পি. ভূমি রাজস্ব কোড, ১৯৫৯ (এম. পি. কোড) প্রণয়ন করে যার মাধ্যমে আবেদনকারীদের পূর্বসূরি হনুমান দিন বিন্ধ্য প্রদেশে জমির দখলে থাকা একজন প্যাটেদার-ভাড়াটে হওয়ায়, এম. পিকোডের ১৫৮ (১) (ডি) (আই) ধারার অধীনে তাদের ভূমিস্বামী হন। এম. পিকোডের ১০৯ এবং ১১০ ধারার অধীনে নির্ধারিত যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে, তাঁর নাম রাজস্ব রেকর্ডে প্রবেশ করা হয়েছিল।

৩৭। বিচারিক আদালত সঠিকভাবেই বলেছিল যে, বিতর্কিত জমিগুলি -এর অন্তর্গত। ইলাগা এবং পাওয়াইদারকে এর বিধানের অধীনে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল রেওয়া আইনের ৪৪ নং ধারা উক্ত ইজারা জারি করার জন্য (পি-ঘ-২০)। ধারা রেওয়া ভূমি রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৫-এর ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ-

"৪৪. পট্টাদের সম্মেলন-(১) ইনা কোঠার গ্রামে, নিম্নলিখিত রাজস্ব আধিকারিকরা একটি পট্টা প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্তঃ-

(২) এই ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা একটি পট্টা প্রদান করতে পারেনঃ-

(ক) বন্দোবস্তের সংশোধনে-বন্দোবস্ত কর্মকর্তা এবং সহকারী বন্দোবস্ত আধিকারিক,

(খ) বন্দোবস্তের মুদ্রার সময়-

'পাওয়াই জমির একজন পাওয়াইদার যিনি কোনও উপ-পাওয়াইয়ের অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁর উপ-পাওয়াইয়ের অন্তর্ভুক্ত জমির ক্ষেত্রে একজন উপ-পাওয়াইদার;

দখলে থাকা একজন বন্ধকী;

দখলে একটি বন্ধক;

'তার তত্ত্বাবধানের অধীনে জমির ওয়ার্ড আদালত;

পাওয়াই বা উপ-পাওয়াইয়ের প্রতি আজীবন আগ্রহ থাকা একজন বিধবা;

৩৮. হাইকোর্টে উত্তরদাতা-বাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী উপস্থাপন করেন যে, হনুমান দিন (ডি.ডব্লিউ-১)-এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রথম আপিল আদালত একটি প্রকৃত ঘটনার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে ১৯৫৪ সালে গয়া দিন (প্রতিবাদীদের পিতা)-এর পক্ষে পট্টা প্রদান করা হয়েছিল এবং হনুমান দিন (ডি.ডব্লিউ-১)-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী, যখন পট্টা প্রদান করা হয়েছিল, তখন তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। তিনি বলেন, হনুমান দীন-এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রথম আপিল আদালত সিদ্ধান্ত দেয় যে গয়া দিন-এর নামে পট্টা ১৯৫৪ সালে প্রদান করা হয়েছিল, সেই সময়ে 'পাওয়াই' প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ফলে গয়া দিন-এর নামে প্রদানকৃত পট্টা বৈধ নয়। এই সিদ্ধান্তটি প্রদান করা হয়েছে যথাযথ তথ্য ছাড়াই এবং এই ভিত্তিতে যে, ডি.ডব্লিউ-১ হনুমান দিন ১৯৮৪ সালে সাক্ষ্য দেন, তখন তার বয়স ছিল ৬৫ বছর, অতএব তার জন্ম ১৯১৯ সালে ধরে নেওয়া হয়। ডি.ডব্লিউ-১-এর উক্তি অনুযায়ী, পট্টা প্রদানের সময় তার বয়স ছিল ৩৫ বছর, সেই হিসেবে পট্টা প্রদান হয়েছিল ১৯৫৪ সালে (১৯১৯ + ৩৫ = ১৯৫৪), এবং ততদিনে 'পাওয়াই' প্রথা বিলুপ্ত হয়েছিল। এই যুক্তির ভিত্তিতে প্রথম আপিল আদালত রায় দেয় যে গয়া দিন-এর নামে ১৯৫৪ সালে প্রদানকৃত পট্টা বৈধ নয়। উত্তরদাতা-বাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী উপস্থাপন করেন যে, বিন্ধ্যপ্রদেশ আইন, ধারা ৫ অনুযায়ী, ২৩.০৬.১৯৫৩ তারিখে বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকার সমস্ত জাগীর জমি অধিগ্রহণ করে এবং সেই তারিখের পর থেকে পাওয়াইদার/ইলাকাদার/জাগীরদারদের পট্টা দেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না। সেই কারণে ১৯৫৪ সালে গয়া দিন-এর নামে প্রদানকৃত পট্টা বৈধ নয় এবং প্রথম আপিল আদালতের এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা যায় না।

৩৯. প্রথম আপিল আদালতের সিদ্ধান্ত যে গয়া দিন-এর নামে ১৯৫৪ সালে পট্টা প্রদান করা হয়েছিল এবং সেই সময় ইলাকাদারের পক্ষে পট্টা দেওয়া সম্ভব ছিল না — তা ভুল ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় যেমন বলা হয়েছে, গয়া দিন-এর নামে পট্টা প্রদান করা হয়েছিল ১৯৮৬ সংবত সালে (অর্থাৎ ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে), যখন নিঃসন্দেহে ইলাকাদারের এমন পট্টা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। তদ্ব্যতীত, পট্টার বৈধতা নির্ধারণ করা যায় না একজন সাক্ষীর (হনুমান দিন) বয়সের উপর ভিত্তি করে অনুমান করে। আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিন্ধ্যপ্রদেশ আইনের বিভিন্ন বিধানের দিকে এবং উপস্থাপন করেছেন যে, উক্ত আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী রাজ্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত শ্রেণির জাগীর জমি অধিগ্রহণের তারিখ ঘোষণা করে এবং তার পরিণতি ধারা ৬-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর এই বক্তব্যে আমরা যুক্তিসঙ্গততা দেখতে পাই যে, ধারা ২৮ অনুযায়ী

উক্ত আইনের অনুযায়ী, সেই সময় পর্যন্ত মধ্যস্থতাকারী/জায়গীরদারের ভাড়াটিয়া ছিলেন এমন আবেদনকারীদের উক্ত জমির ক্ষেত্রে প্যাটেদার ভাড়াটিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে। বিন্ধ্য প্রদেশ জায়গি ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫২-এ নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ-

২৮. জমির কিছু দখলদারকে পাটেদার প্রজা হিসেবে গণ্য করা হবে।

(১) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি পুনরায় চালু হওয়ার তারিখে কোনও জায়গির জমির দখলকারী হিসাবে একটানা তিন বছরের জন্য রাজস্ব রেকর্ডে প্রবেশ করেছেন, তাকে গ্রামের হারে মূল্যায়ন করা হবে এমন জমির ক্ষেত্রে প্যাটেদার ভাড়াটিয়া বলে মনে করা হবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর কোনও কিছুই কোনও স্যার বা খুদকাশত জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যা ২২ ধারার অধীনে জাগীরদারকে বরাদ্দ করা হয়েছে বা ৭ ধারার ধারা (সি)-এর অধীনে জায়গীরদার যে উপবন জমির দখল রাখার অধিকারী তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

উপরোক্ত আইনের বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রথম আপিল আদালত ভুল করে বলেছে যে গয়া দিনের পক্ষে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল ১৯৫৪ সালে এবং সেই সময়ের মধ্যে, পাওয়াইদার/ইল্লাগেদারের পার্টি জারি করার এখতিয়ার ছিল না।

৪০. প্রথম আপিল আদালতের অনুসন্ধানঃ আইনী উপায়ে উত্তরদাতাদের মালিকানা সমাপ্ত হয়নিঃ ~ প্রথম আপিল আদালত বলেছিল যে রামেশ্বর এবং রাম সহায়ের মালিকানা আইনী উপায়ে মুছে ফেলা হয়নি এবং তাই তাদের মামলা সম্পত্তির মালিক হিসাবে বিবেচনা করা হবে। প্রথম আপিল আদালত আরও বলেছিল যে যেহেতু রামেশ্বর এবং রাম সহায়ের মালিকানা সমান উপায়ে সমাপ্ত করা হয়নি, তাই আসামী নং ১-এর পক্ষে যে ইজারা দেওয়া হয়েছে তা একটি প্রমাণিত নথি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং 'পায়ের পাতার পাইপের ফলাফলের ভিত্তিতে, বিচার আদালতের এই সিদ্ধান্তকে খারিজ করে দিন যে বিবাদী নং ১-এর বিতর্কিত জমির মালিকানার আইনি অধিকার রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে প্রথম আপিল আদালত প্রাক্তন ব্যক্তির সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ করা ঠিক ছিল না। ডি-২০ এবং বিতর্কিত জমির মালিকানার আইনি অধিকার প্রতিবাদী নং-এর নেই বলে পর্যবেক্ষণ করা ঠিক নয়। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট কমিশনার কর্তৃক জারি করা ১৭.০৭.১৯৭৩ তারিখ এবং ২৮.০৭.১৯৭১ তারিখের তাহসিলদারের এবং গয়া দিনের নামে ইজারা/পাট্টা মঞ্জুর এবং গয়া দিন ও তার পুত্র-হনুমান দিন ও আপিলকারীদের অব্যাহত দখলের অন্যান্য নথি বিবেচনা না করে ভুল করে। প্রথম আপিল আদালত এবং

হাইকোর্ট রাজস্ব রেকর্ডে 'এন্ট্রি' করার ক্ষেত্রে পাটোয়ারির অসদাচরণ সম্পর্কে ১৭.০৭.১৯৭৩ তারিখের কমিশনারের রেকর্ড করা ফলাফলগুলি বাতিল করে ভুল করেছে।

৪১। স্বত্ব এবং দখলের ঘোষণার জন্য মামলায় বাদী-উত্তরদাতারা কেবল তাদের নিজস্ব স্বত্বের ভিত্তিতেই সফল হতে পারে, প্রতিবাদী-আবেদনকারীদের মামলার দুর্বলতার কারণে নয়। বাদী-উত্তরদাতাদের উপর দায় রয়েছে যে তারা মামলার সম্পত্তিগুলিতে তাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেখানোর জন্য যে তারা ঘোষণার জন্য ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী। বাদী-উত্তরদাতারা মালিকানা নথি অর্থাৎ পট্টা-লিজ উপস্থাপন করেননি যার উপর বাদী-উত্তরদাতারা নির্ভর করছেন বা অন্য কোনও প্রমাণ জমা দিয়ে তাদের অধিকার প্রমাণ করেননি। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, তাদের দ্বারা নির্ভর করা রাজস্ব এন্ট্রিগুলিও আসল বলে মনে করা হয় না। যাই হোক না কেন, কিছু খাতৌনির জন্য রাজস্ব এন্ট্রিগুলি মালিকানা প্রমাণ নয়; তবে রাজস্বের উদ্দেশ্যে নিছক বিবৃতি। তারা তাদের মালিকানা প্রমাণের জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল পক্ষকে কোনও অধিকার বা উপাধি প্রদান করতে পারে না। এটি পর্যবেক্ষণ করে যে শিরোনাম ঘোষণার মামলায় বাদী-উত্তরদাতারা কেবল তাদের নিজস্ব শিরোনামের শক্তিতে সফল হতে হবে, নির্বিশেষে প্রতিবাদী-আবেদনকারীরা তাদের মামলা প্রমাণ করেছেন কিনা তা নির্বিশেষে, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম ভাসাভি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০১৪) ২ এসসিসি ২৬৮, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

''১৫. এটি একটি সাধারণ আইন যে, মালিকানা ঘোষণার জন্য একটি মামলায়, এই ধরনের একটি ঘোষণা দেওয়ার জন্য একটি স্পষ্ট মামলা তৈরি এবং প্রতিষ্ঠিত করার ভার সর্বদা বাদীর উপর থাকে এবং বিবাদীদের দ্বারা গঠিত মামলার দুর্বলতা, যদি থাকে, বাদীকে ছাড় দেওয়ার ভিত্তি হবে না।

৪২. সাক্ষ্য গ্রহণ করার পরে, বিচার আদালত বিভিন্ন বিষয়ে ফলাফল রেকর্ড করেছে যা প্রথম আপিল আদালত দ্বারা বিপরীত হয়েছিল। যেহেতু প্রথম আপিল আদালত বিচার আদালতের রায়কে বিপরীত করেছিল, তাই দ্বিতীয় আবেদনে, হাইকোর্টের ওজন করা এবং প্রমাণ ও উপকরণ বিবেচনা করা উচিত ছিল। প্রথম আপিল আদালতের ফলাফলগুলি নিশ্চিত করে আপিলকারীর আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের টি মূলত এই ভিত্তিতে যে উত্তরদাতাদের-বাদীদের দেওয়া পট্টা পরিত্যাগ বা প্রত্যাহারের কোনও র অনুপস্থিতিতে, আপিলকারী-আসামীদের পক্ষে পট্টা (পি- ঘ-২০) মঞ্জুর করা অবৈধ ছিল। হাইকোর্ট, আমাদের দৃষ্টিতে, ১৯২৯ সালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিলকারীদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে প্রদত্ত পাট্টা (পি- ঘ-২০) এবং রাজস্ব পরিদর্শকের প্রতিবেদনের

তারিখ ০৫.১০.১৯৬৯। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট ১৭.০৭.১৯৭৩ তারিখের কমিশনারের পি-ঘ-১-আদেশ এবং ২১.১০.১৯৬৯ তারিখের এস ডি ও-এর রিপোর্ট এবং অন্যান্য রাজস্ব রেকর্ড বিবেচনা করেনি যেখানে দেখানো হয়েছে যে আপিলকারী-বিবাদীদের পূর্বপুরুষ গয়া দীনকে পাট্টা (পি-ঘ-২০) দেওয়া হয়েছিল এবং তখন থেকে, গয়া দীন এবং হনুমান দীন সম্পত্তির মালিক ছিলেন। হাইকোর্ট রেকর্ডে থাকা প্রমাণ এবং উপকরণগুলিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি এবং বিতর্কিত রায় বাতিল করার যোগ্য।

৪৩. ফলস্বরূপ, ১৯৮৯ সালের ০৫.০২.২০০৭ তারিখের দ্বিতীয় আপিল নং ১৭৪-এ হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হয়েছে এবং এই আপিল অনুমোদিত হয়েছে। বিবাদী-বাদীদের দায়ের করা মামলা নং ৬৮-ক/৭৫ খারিজ করা হল এবং বিচারিক আদালতের রায় পুনর্বহাল থাকবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি **আপিল অনুমোদিত**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal